বঙ্গানুবাদ

খোৎবাতুল আহ্‌কাম

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস এম. এম

এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ ঢাকা

সূচী-পত্র

খোৎবা—১
এল্‌মের ফযীলত ও উহা শিক্ষা করা ওয়াজেব হওয়া সম্পর্কে ১

খোৎবা—২
আক্বীদা দুরুস্ত করা সম্পর্কে ৪

খোৎবা—৩
ত্বাহারাতের পূর্ণতা সম্পর্কে ৮

খোৎবা—৪
নামায কায়েম করা সম্পর্কে ১১

খোৎবা—৫
যাকাত আদায় করা সম্পর্কে ১৪

খোৎবা—৬
ক্বোরআনের শিক্ষা ও আ'মল সম্পর্কে ১৭

খোৎবা—৭
আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও দো'আ সম্পর্কে ২০

খোৎবা—৮
দিবা-রাত্রির নফল এবাদৎ সম্পর্কে ২৪

খোৎবা—৯
পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন সম্বন্ধে ২৭

খোৎবা—১০
বৈবাহিক দায়িত্ব সম্পর্কে ৩০

খোৎবা—১১
উপার্জন ও জীবিকা সম্পর্কে ৩৩

খোৎবা—১২
হারাম উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাকা সম্পর্কে ৩৭

খোৎবা—১৩
সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে ৪০

খোৎবা—১৪
কুসংসর্গ অপেক্ষা নির্জন বাস উত্তম ৪৩

খোৎবা—১৫
প্রয়োজনে সফরের ফযীলত ও উহার আদব সম্পর্কে ৪৬

খোৎবা—১৬
নাজায়েয গান করা ও শুনিবার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে ৫০

খোৎবা—১৭
সাধ্যানুযায়ী সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে ৫৩

খোৎবা—১৮
নবী-চরিত্রে সামাজিক জীবন-যাপন পদ্ধতি ৫৬

খোৎবা—১৯
এছ্‌লাহে বাতেন সম্পর্কে ৫৯

খোৎবা—২০
চারিত্রিক সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৬৩

খোৎবা—২১
দুইটি কু-প্রবৃত্তি দমন সম্পর্কে ৬৬

খোৎবা—২২
জিহ্বা সংযত রাখা সম্পর্কে ৭০

খোৎবা—২৩
ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষের নিন্দা সম্পর্কে ৭৩

খোৎবা—২৪
দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কে ৭৭

খোৎবা—২৫
কৃপণতা ও মালের মহব্বতের নিন্দা সম্পর্কে ৮১

খোৎবা—২৬
সম্মান লালসা ও রিয়ার নিন্দা সম্পর্কে ৮৫

খোৎবা—২৭
অহংকার ও আত্ম-গর্বের নিন্দা সম্পর্কে ৮৮

খোৎবা—২৮
ধোকার নিন্দা সম্পর্কে ৯২

খোৎবা—২৯
তওবার ফযীলত ও আবশ্যকতা সম্পর্কে ৯৬

খোৎবা—৩০
ছবর ও শোক্‌র সম্পর্কে ১০০

খোৎবা—৩১
ভয় ও আশা সম্পর্কে ১০৪
খোৎবা—৩২
দরিদ্রতা ও দুনিয়া বর্জন সম্পর্কে ১০৮
খোৎবা—৩৩
তওহীদ ও তাওয়াক্কুল সম্পর্কে ১১১
খোৎবা—৩৪
আল্লাহ্‌র প্রতি প্রীতি ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে ১১৫
খোৎবা—৩৫
এখ্‌লাছ, নেক নিয়ত ও সততা সম্পর্কে ১১৯
খোৎবা—৩৬
মুরাকাবা, মুহাসাবাহ ও উহার
আনুষঙ্গিক বিষয় ১২২
খোৎবা—৩৭
সৃষ্টি-কৌশল বিষয়ক চিন্তা সম্পর্কে ১২৬
খোৎবা—৩৮
মৃত্যুর স্মরণ ও পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে ১৩০
খোৎবা—৩৯
আশুরার আমল সম্পর্কে ১৩৪
খোৎবা—৪০
ছফর মাস সম্পর্কে ১৩৮
খোৎবা—৪১
রবিউল আঃ ও রবিউস্ সাঃ মাসের
প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে ১৪২
খোৎবা—৪২
রজব মাসের কতিপয় আমল সম্পর্কে ১৪৬
খোৎবা—৪৩
শা'বান মাসের আমল সম্পর্কে ১৪৯
খোৎবা—৪৪
রমযানের ফযীলত সম্পর্কে ১৫৩
খোৎবা—৪৫
রোযা সম্পর্কে ১৫৭
খোৎবা—৪৬
তারাবীহ্‌ ও কোরআন পাঠ সম্পর্কে ১৬১
খোৎবা—৪৭
শবে-কদর ও এ'তেকাফ সম্পর্কে ১৬৪
খোৎবা—৪৮
ঈদুল ফেৎরের আহ্‌কাম সম্পর্কে ১৬৮
খোৎবা—৪৯
হজ্জ ও যিয়ারত সম্পর্কে ১৭১
খোৎবা—৫০
যিলহজ্জ মাসের আ'মল সম্পর্কে ১৭৪
খোৎবা—৫১
ঈদুল ফেত্‌রের খোৎবা ১৭৮
খোৎবা—৫২
ঈদুল আয্‌হার খোৎবা ১৮১
খোৎবা—৫৩
এস্তেস্কার খোৎবা বা বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ ১৮৫
খোৎবা—৫৪
ছানী খোৎবা ১৮৯
বিবাহের খোৎবা ১৯৩
আকীকার দো'আ ১৯৪

পরিশিষ্ট খোৎবা

সংকলক :
শাহ্‌ ওলিউল্লাহ্‌ মুহাদ্দিসে দেহ্‌লবী (রঃ)
জুমু'আর পয়লা খোৎবা—৫৫ ১৯৬
জুমু'আর ছানী খোৎবা—৫৬ ২০০
সংকলক :
হযরত মাওলানা ইস্‌মাঈল শহীদ (রঃ)
জুমু'আর পয়লা খোৎবা—৫৭ ২০৫
জুমু'আর ছানী খোৎবা—৫৮ ২০৮
সংকলক :
হযরত মাওলানা হুসাইন আহ্‌মদ মদনী (রঃ)
জুমু'আর পয়লা খোৎবা—৫৯ ২১৫
জুমু'আর ছানী খোৎবা—৬০ ২২০

খোৎবা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়

মূল—পাকিস্তানের মুফতীয়েআযম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ শফী ছাহেব

(১) জুমুআ র নামাযে খোৎবা পাঠ করা শর্ত। খোৎবা ব্যতিরেকে জুমুআ আদায় হয় না। শুধু মাত্র যেক্‌রুল্লাহ দ্বারাই উক্ত শর্ত আদায় হয়।

—বাহরোর রায়েক

(২) জুমুআ, ঈদুলফেত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার খোৎবা আরবীতে পাঠ করা সুন্নত। আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় পাঠ করা বেদআত (নাজায়েয) —মোছাফ্‌ফা শরহে মোয়াত্তা, কেতাবুল আযকার, দোররে মোখতার, শুরুতুচ্ছালাত শরহে এহ্‌ইয়াউল উলূম।

(৩) এইরূপে আরবীতে খোৎবা পাঠ করিয়া নামায আরম্ভ করার পূর্বে স্থানীয় (অন্য) ভাষায় উহার তরজমা পাঠ করিয়া শুনানও বেদআত। ইহা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে। হাঁ, তবে নামাযের পরে শুনাইলে ক্ষতি নাই; বরং ইহাই উত্তম।

(৪) ঈদুলফেত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার নামাযে খোৎবা আরবীতে পাঠ করিয়া পরে উহার তরজমা শুনাইলে দোষ হইবে না। তবে তরজমা পাঠ করার সময় মিম্বর হইতে নীচে অবতরণ করিবে। কারণ, তাহা হইলে খোৎবা ও তরজমার মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হইবে। —মুসলিম শরীফের হাদীসের ভিত্তিতে তাকরীযুর্‌ রেছালাতিল আ'জুবাহ কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে।

খোৎবা পাঠের সুন্নত তরীকা

(৫) খোৎবা ওযূ সহকারে পাঠ করা সুন্নত। বিনা ওযূতে খোৎবা পাঠ করা মাকরূহ। —বাহ্‌রোররায়েক

(৬) দাঁড়াইয়া খোৎবা পাঠ করিতে হইবে। বসিয়া পড়া মাকরূহ।

—আলমগিরী, বাহরোর্‌রায়েক।

(৭) সমবেত মুছল্লীদের দিকে মুখ করিয়া খোৎবা পাঠ করা সুন্নত। কেব্‌লা-মুখী হইয়া অথবা অন্য কোন দিকে মুখ ফিরাইয়া খোৎবা পাঠ করা মাকরূহ। —আলমগিরী, বাহ্‌রোর্‌রায়েক।

(৮) ইমাম আবু ইউসুফের মতে খোৎবা আরম্ভ করার পূর্বে চুপে চুপে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়ত্বানির রাজীম" পাঠ করা সুন্নত। —বাহ্‌রোর রায়েক

(৯) খোৎবা বুলন্দ আওয়াযে পাঠ করা সুন্নত, যেন মুছল্লীগণ উহা শুনিতে পায়। অনুচ্চ শব্দে পাঠ করা মাকরূহ। —বাহ্‌রোর রায়েক, আলমগিরী

(১০) খোৎবা সংক্ষিপ্ত হওয়াই সুন্নত। অধিক লম্বা খোৎবা পাঠ করিবে না। * তেওয়ালে মোফাছ্ছাল সূরাসমূহের যে কোন একটির সম পরিমাণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উহার অধিক পাঠ করা মাকরূহ।

—শামী, বাহ্‌রোর রায়েক, আলমগিরী

(১১) খোৎবার মধ্যে নিম্নলিখিত দশটি বিষয়ের উল্লেখ থাকা সুন্নত। উহা এই :— (১) হাম্‌দ ও সানা দ্বারা খোৎবা আরম্ভ করা। (২) আল্লাহ তাআলার সানা ও ছিফত বর্ণনা করা। (৩) কলেমা শাহাদাতাইন পাঠ করা। (৪) দুরূদ শরীফ পাঠ করা। (৫) ওয়ায নছীহত বিষয়ক কথা বলা। (৬) কোরআন শরীফের কোন একটি বা ততোধিক আয়াত পাঠ করা। (৭) দুই খোৎবার মাঝে ক্ষণিক বসা। (৮) সকল মুসলিম নরনারীর জন্য দোআ করা। (৯) সানী খোৎবায় পুনর্বার আলহামদুলিল্লাহ, সানা ও দুরূদ পাঠ করা। (১০) উভয় খোৎবা এরূপ সংক্ষিপ্ত হওয়া, যেন উহার কোনটিই তেওয়ালে মোফাছ্ছাল সূরা অপেক্ষা অধিক লম্বা না হয়।

—বাহ্‌রোর-রায়েক, আলমগিরী

এই খোৎবার বিশেষত্ব ঃ

(১) ইহার প্রতিটি খোৎবায় শরীঅতের গুরুত্বপূর্ণ ফরয, ওয়াজেব বা উহার পরিপূরক আহ্‌কামের মধ্যে কোন না কোন একটি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ খোৎবার মূল উদ্দেশ্যও ইহাই।

(২) উক্ত আহ্‌কামের কতকগুলি যাহেরী অর্থাৎ যাহার সম্পর্ক দেহের সহিত, আর কতকগুলি বাতেনী, যাহার সম্পর্ক অন্তরের সহিত। এক কথায় ইহা ফেকাহ ও তাসাউফের সমষ্টি। আহ্‌কামসমূহের প্রামাণ্যে অধিকতর কোরআন মজীদের আয়াত ও হাদীস লওয়া হইয়াছে।

(৩) হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে ইহার প্রতিটি খোৎবা সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে ইহার কোন খোৎবা সূরা-মোরছালাত অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হয় নাই।

(৪) ইহার সকল খোৎবাই প্রায় সমান সমান।

(৫) ইহার অধিকাংশ এবারত হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী প্রণীত এহ্‌ইয়াউল উলুম কিতাবের মোয়াফেক্। প্রাথমিক হাম্‌দ ও ছালাত অধিকাংশই উক্ত কিতাব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব, এহ্‌ইয়া কিতাব ও তাহার গ্রন্থকারের বরকত অত্র খোৎবায় শামিল রহিয়াছে।

---

* সূরা-হুজুরাত হইতে সূরা-বুরূজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সূরাকে "তেওয়ালে মোফাছ্ছাল" বলা হয়।

(৬) যে সব আহ্‌কামের প্রাথমিক বর্ণনাসমূহের তাফ্‌সীর বা ব্যাখ্যা মশ্‌হুর নয়, অথচ উহার অধিকাংশ তাসাউফ বিষয়ক, উহার ব্যাখ্যা ও পূর্ণ বিবরণ মতন ও টীকায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ মাসআলার তাহ্‌কীক অবগত হওয়া অতি সহজ হইয়াছে।

(৭) এই খোৎবার এবারত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মূল বিষয় এত অধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম ও পারদর্শী ব্যক্তি উহা দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইবেন যে, মহাসমুদ্রকে কিরূপে একটি ছোট পেয়ালায় ভরিয়া রাখা সম্ভব হইল? তদুপরি শব্দের ছন্দালংকার এবং সাথে সাথে উহার সহজ অর্থ—বিশেষতঃ তাসাউফের অংশটি এরূপ ভাবেই সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, যদি কেহ এহ্‌ইয়াউল উলূম কিতাবখানি দেখিয়া ইহার দিকে নজর করেন, তিনি বলিবেন যে, ইহা এহ্‌ইয়া কিতাবেরই মতন। আবার মতনও এরূপ যে, উহাতে ব্যাখ্যার মৌলিক বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে। উহা দেখিয়া যদি কেহ এহ্‌ইয়া কিতাবখানি দেখেন, তিনি এহ্‌ইয়াউল উলূমকে ইহার ব্যাখ্যা বলিবেন। বস্তুতঃ এতসব বিষয়ের যথাযথ সংরক্ষণ গ্রন্থকারের সাধ্যাতীত ছিল। ইহা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহ্‌মতেরই ফল। আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বেনে'মাতিহী তাতেম্মুচ্ছালেহাত। —আশ্‌রাফ আলী

পূর্ণ বৎসরে এই খোৎবা ভাগ করিয়া পড়ার নিয়ম

বৎসরের জুমুআসমূহে এই খোৎবা ভাগ করিয়া পড়িবার নিয়ম এই যে, এখানে দুই ঈদ ও এস্তেস্‌কার খোৎবা ব্যতীত সর্বমোট পঞ্চাশটি খোৎবা আছে। আর সাধারণতঃ চান্দ্র বৎসরে এতগুলি জুমুআই হইয়া থাকে। কিন্তু শরীঅতে বা হিসাবের দিক দিয়া এক জুমুআ কম বা বেশী হওয়াও বিচিত্র নয়। অতএব, এই খোৎবা যে মাসের যে জুমুআ' হইতেই আরম্ভ করা হউক না কেন, খোৎবা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বৎসরও শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু কদাচ যদি বৎসরে এক জুমুআ কম হয় কিংবা কয়েক বৎসরের খণ্ডাংশ একত্র হইয়া এক জুমুআ' বাড়িয়া যায়, আর স্বভাবের তাগিদে বৎসরের প্রথম জুমুআ ঠিক রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত অবস্থায় শেষ খোৎবা বাদ দিবে, আর দ্বিতীয় অবস্থায় শেষের খোৎবা দুই জুমুআয় পড়িবে। আর যদি বৎসরের প্রথম জুমুআ' ঠিক রাখার প্রয়োজন অনুভব না করে, তাহা হইলে ক্রমাগত উহা পড়িয়া যাইবে। বৎসরের মধ্যভাগে ছেলছেলা ভাঙ্গিবার কোন আবশ্যক নাই। হাঁ, তবে যে খোৎবায় বিশেষ সময়ের বিশেষ আমলের কথা আলোচিত হইয়াছে। যেমন, রোযা, হজ্জ, কোরবাণী, ইত্যাদি, যখন সেই

সময় আসিয়া পড়িবে, তখন ছেলছেলা ভাঙ্গিয়া সেই বিশেষ সময়ের খোৎবা পাঠ করিবে ; তৎপর আবার ছেলছেলা অনুযায়ী পড়িতে থাকিবে। এইরূপ খোৎবা সাধারণতঃ ধারাবাহিক খোৎবাসমূহের পরে অর্থাৎ ৩৮নং খোৎবার পরে রাখা হইয়াছে। উক্ত খোৎবাসমূহ সময় বিশেষিক হওয়ার কথা প্রত্যেক খোৎবার প্রারম্ভে আরবীর সঙ্গে বাংলায়ও লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে আরবী না-জানা খতীবও অতি সহজে উহা বুঝিতে পারেন। আর দুই ঈদ এবং এস্তেস্কার খোৎবা যেহেতু জুমুআর সাথে খাছ নয়, উহা উল্লিখিত নিয়ম হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। আর যেহেতু উহা সেই নির্দিষ্ট সময়ে পড়া হয়। জুমুআর খোৎবাসমূহের ন্যায় উহা উক্ত সময়ের নিকটবর্তী নয়, এই হেতু উহা একেবারে শেষে রাখা হইয়াছে। সকল খোৎবার সানী খোৎবা একটিই। উহা একেবারে শেষে রাখা হইয়াছে।

এই খোৎবার একটি বিশেষ সৌন্দর্য এই যে, সব খোৎবার একটি অন্যটির প্রায় সমান সমান, এমন কি সানী খোৎবা দুই ঈদ ও এস্তেস্কার খোৎবা অর্থাৎ প্রায় সূরা-মোরছালাতের সমান। হাঁ, তবে দুই ঈদের খোৎবায় তাক্‌বীরসমূহ বর্ধিত করা হইয়াছে। ঈদুল ফিত্‌রে আট তাক্‌বীর এবং ঈদুল আযহায় দশ তাক্‌বীর। ফোকাহাগণও ঈদুল ফিত্‌রের তুলনায় ঈদুল আযহায় বেশী তাক্‌বীর বলা মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

—০—

সংকলক—মোঃ মোছলেহুদ্দীন

জুমুআ'র দিনের নামকরণ

শুক্রবার দিনের নাম কেন জুমুআ রাখা হইল, এসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। হাদীস শরীফে আছে, হযরত সুলায়মান (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জান, জুমুআ'র দিনের নাম কেন "জুমুআ" হইল? আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহার কারণ তো আমার জানা নাই। তিনি ফরমাইলেন, এই দিন তোমাদের পিতা হযরত আদম আলাইহেস্ সালামকে তৈয়ারীর কাদামাটি জমা করা হইয়াছিল। এই জন্যই এই দিনের নাম "জুমুআ" রাখা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজর হইতে আদি-মাতা হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর মধ্যে শুক্রবার দিনই প্রথম মিলন ঘটিয়াছিল। এই জন্যই এই দিনের নাম জুমুআ রাখা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেনঃ বেহেশ্‌ত হইতে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার পর আদম ও হাওয়ার মধ্যে পুনরায় এই দিনই মিলন হইয়াছিল। তাই এই দিনের নাম জুমুআ রাখা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই দিনই কিয়ামত হইবে এবং সমস্ত মানবকে হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য জমায়েত করা হইবে। এই জন্যই এই দিনের নাম জুমুআ রাখা হইয়াছে।

—গুনিয়াতুত্ তালেবীন

জুমুআ'র দিনের ফযীলত

হাদীস শরীফে আছে—রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ জুমুআ'র দিনে ফেরেশ্‌তাগণ জামে মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান থাকিয়া আগতদের নাম ধারাবাহিক ভাবে লিখিতে থাকেন। যে প্রথমে আসে তাহার নাম সকলের উপরে তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় এইভাবে লেখা হয়। যেব্যক্তি সর্বপ্রথম মস্‌জিদে প্রবেশ করে, তাহার নামে একটি উট ক্বোরবানীর সওয়াব লিখা হয়, তারপর যে আসে তাহার নামে একটি গরু ক্বোরবানীর, তার পরবর্তী ব্যক্তির নামে একটি বকরী ক্বোরবানীর, তার পরবর্তী ব্যক্তির নামে একটি মুরগী ক্বোরবানীর ও তার পরবর্তী ব্যক্তির নামে একটি মুরগীর ডিম ক্বোরবানীর সওয়াব লিখা হয়। যখন ইমাম ছাহেব খোৎবা পড়ার জন্য দণ্ডায়মান হন তখন ফেরেশ্‌তাগণ লেখা বন্ধ করিয়া খোৎবা শুনিতে থাকেন।

—বেহেশ্‌তী জেওর

জুমুআ'র নামাযের প্রস্তুতি

হাদীস—নাফেয়্ ইব্‌নে উমর হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমুআ'র দিন (জুমুআ'র নামায পড়ার

মানসে) গোসল করে, তাহার (পূর্বকৃত) সমস্ত গোনাহ আল্লাহ পাক মা'ফ করিয়া দেন এবং তাহাকে আদেশ করা হয় যে, (পূর্বের গোনাহর প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইও না বরং) এখন হইতে নূতনভাবে এবাদত করিতে থাক।

জুমআর দিন যখন গোসল করিবে তখন বলিবে, হে খোদা! আমি তোমারই নৈকট্য লাভের আশায় গোসল করিতেছি এবং এই গোসল দ্বারাই জুমুআর নামায পড়ার ইচ্ছা রাখি। ওযূ করার সময়ও ঐরূপ নিয়ত করিবে। জুমুআ'র দিন নখ কাটিবে, শরীর হইতে সকল প্রকার দুর্গন্ধ দূর করিবে, খোশবু লাগাইবে, ভাল কাপড় পরিবে। যাহাদের ভাল কাপড় নাই, আতর লাগাইবার সামর্থ্য নাই, তাহারা অতি বিনয়ের সহিত মসজিদে যাইবে এবং মনে মনে এই প্রকার ধারণা করিবে যে, আয় আল্লাহ! আমি গরীব, তাই এত ফযীলতের দিনেও আমি ভাল কাপড় পরিতে পারি নাই, সুগন্ধ লাগাইতে পারি নাই ইত্যাদি। হে খোদা! তুমি যদি কোন দিন আমাকে সামর্থ্য দাও, তবে নিশ্চয় আমি এই মহান দিনের কদর করিব। —গুনিয়াতুত্তালেবীন

জুমুআর নামাযের তাকীদ ও ফযীলত

জুমুআর নামায ফরযে আ'ইন। ক্বোরআনের স্পষ্ট বাণী, মোতাওয়াতের হাদীস ও এজ্‌মায়ে উম্মত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই ফরয অস্বীকার করিলে কাফের এবং অকারণে ত্যাগ করিলে ফাসেক হইবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞

"হে মু'মেনগণ! যখন জুমুআর নামাযের জন্য আযান হয় তখন তোমরা ক্রয় বিক্রয় (সাংসারিক কাজকর্ম) ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র (খোৎবা ও নামাযের) জন্য ধাবিত হও। তোমরা যদি বুঝ, তবে ইহা তোমাদের জন্য (অতি) উত্তম।

১। হাদীস—ছহীহ্ বুখারীতে আছে ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করিয়া যথাসম্ভব পাকছাপ হইয়া, চুলে তৈল মাখাইয়া এবং খুশ্‌বু ব্যবহার করিয়া জুমুআর নামাযের জন্য যাইবে এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে না উঠাইয়া দিয়া যেখানে স্থান পায় সেখানেই বসে, যে পরিমাণ নামায তাহার ভাগ্যে জুটে তাহা পড়ে, তারপর ইমাম খোৎবা দিবার সময় চুপ করিয়া খোৎবা শুনে, তাহার গত জুমুআ হইতে এই জুমুআ পর্যন্ত যত ছগীরা গোনাহ্ হইয়াছে তাহা মা'ফ হইয়া যাইবে।

২। হাদীস—শরয়ী গোলাম, স্ত্রীলোক, নাবালেগ ছেলে এবং রুগ্ন ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের উপরই জুমুআ'র নামায জামাতের সহিত পড়া ফরয এবং আল্লাহ্‌র হক্। —আবুদাউদ

হাদীস—যে ব্যক্তি আলস্য করিয়া তিন জুমুআ তরক করে, আল্লাহ্ তাআলা তাহার উপর নারায হইয়া যান এবং তাহার অন্তরে মোহর মারিয়া দেন।—তিঃমিঃ।

হাদীস—যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমুআ'র নামায ত্যাগ করে, তাহার নাম (আল্লাহ্‌র দরবারে) মুনাফেকের তালিকাভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। —মিশ্‌কাত

জুমুআ'র নামাযের জন্য পায় হাঁটিয়া গমন করিলে প্রত্যেক কদমে এক বৎসরকাল নফল রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়। —তিরমিযী

মাসআলা—সুন্নত বা নফল নামায পড়ার সময় যদি খোৎবা শুরু হইয়া যায়, তবে সুন্নত নামায ছোট সূরা দ্বারা পুরা করিবে, আর নফল নামায হইলে দুই রাকআত পুরা করিয়া সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। —বেহেশ্‌তী জেওর।

মাসআলা—ইমাম যখন দুই খোৎবার মাঝখানে বসেন, তখন হাত উঠাইয়া মুনাজাত করা মকরূহ্। তবে মনে মনে দোআ করা যায়। —বেঃ জেওর

মাসআলা—খোৎবার মধ্যে যখন হযরত নবী করীমের নাম মুবারক পড়া হয়, তখন মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়িবে। —বেহেশ্‌তী জেওর

মাসআলা—কিতাব দেখিয়া খোৎবা পড়া বা মুখস্থ পড়া উভয়ই জায়েয আছে।

মাসআলা—যখন ইমাম খোৎবার জন্য দাঁড়াইবেন, তখন হইতে খোৎবার শেষ পর্যন্ত নামায পড়া এবং কথাবার্তা বলা মকরূহ্ তাহ্‌রীমি। (অবশ্য যে ব্যক্তি ছাহেবে তর্‌তীব সে তাহার কাযা নামায পড়িতে পারে।) — বেহেশ্‌তী জেওর

মাঃ—খোৎবা শুরু হইলে উপস্থিত সকলেরই মনোযোগের সহিত খোৎবা শ্রবণ করা ওয়াজেব এবং যে কাজ বা কথায় খোৎবা শুনার ব্যাঘাত হয় তাহা মাক্‌রূহ তাহ্‌রিমী। এইরূপে খোৎবার সময় পানাহার করা, কথাবার্তা বলা, হাঁটা, সালাম করা, সালামের জওয়াব দেওয়া, তস্‌বীহ পড়া, মাসআলা বলা ইত্যাদি কাজ নামাযের মধ্যে যেমন হারাম, খোৎবার মধ্যেও তেমনি হারাম। অবশ্য ইমাম নেক কাজের আদেশ ও বদ কাজের নিষেধ করিতে বা মাসআলা বলিতে পারেন।

—বেহেশ্‌তী জেওর

হাদীস—হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন ঃ জুম্‌আ'র খোৎবা পড়ার সময় যদি কেহ কাহাকেও বলে যে, "তুমি চুপ্ থাক, কথা বলিও না" তবে যে ব্যক্তি "চুপ্ থাক" বলিল, সেই ব্যক্তিও গোনাহ্‌গার হইল এবং জুম্‌আ'র ছওয়াব হইতে মাহ্‌রূম রহিল। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, আমি হযরত রাসূলে খোদা (দঃ)কে এইরূপ বলিতেই শুনিয়াছি যাহা উপরে বর্ণিত হইল। —গুনিয়াতুত্তালেবীন

আমি মাওলানা মোঃ ইউনুস ছাহেব অনূদিত খোৎবাতুল আহ্‌কাম এবং আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সাঈদ অনূদিত পরিশিষ্ট খোৎবাসমূহের পাণ্ডুলিপি মনোযোগের সহিত দেখিয়াছি এবং প্রয়োজনমত যথাস্থানে উহা সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

মূল খোৎবার বিষয়-বস্তুগুলি অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। পরিশিষ্ট খোৎবাগুলি আধুনিক এবং বিশেষ জরুরী ; ভাষা সরল ও অনুবাদ সহজবোধ্য। অল্প শিক্ষিত লোকও অনায়াসে ইহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। আশা করি, সকল শ্রেণীর লোকই ইহা হইতে উপকৃত হইবেন।

আহ্‌কার ঃ

মোঃ ওবায়দুল হক

মোহাদ্দেস—মাদ্রাসা আলিয়া, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বঙ্গানুবাদ

খোৎবাতুল আহ্কাম

الخطبة الاولى فى فضل العلم ووجوبه

খোৎবা—১

এল্‌মের ফযীলত ও উহা শিক্ষা করা ওয়াজেব হওয়া সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَكْرَمِ - اَلَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَكَرَّمَ -

(১) সর্ববিধ প্রশংসা সেই মহা সম্মানী আল্লাহ্‌র জন্য যিনি মানবজাতিকে

وَعَلَّمَهٗ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ - (২) فَسُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يُحْصٰى

সৃষ্টি করিয়া তাহাকে সম্মান দান করিয়াছেন এবং সেই ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না। (২) আমরা তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁহার

اِمْتِنَانُهٗ بِاللِّسَانِ وَلَا بِالْقَلَمِ - (৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অনুগ্রহ মুখে বলিয়া বা কলমে লিখিয়া শেষ করা যায় না। (৩) আর আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৪) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

একক, তাঁহার কোনও শরীক নাই। (৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে,

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ اُوْتِىَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ - وَكَرَائِمَ

আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, যাঁহাকে ব্যাপক ভাষা-জ্ঞান এবং মর্যাদাপূর্ণ হেকমৎ ও

الْحِكَمِ - وَمَكَارِمَ الشِّيَمِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ

উন্নত চরিত্র দান করা হইয়াছে। আল্লাহ তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও

وَاَصْحَابِهٖ نُجُوْمِ الطَّرِيْقِ الْاُمَمِ - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ عِلْمَ

ছাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন যাঁহারা ছিলেন সরল পথের দিশারি তারকা তুল্য। (৫) অতঃপর—এল্‌মে শরীঅত ও উহার বিধি-নিষেধ-এর জ্ঞান

الشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ - هُوَ اَعْظَمُ فَرَائِضِ الْاِسْلَامِ - (৬) وَمِنْ

অর্জন করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। (৬) এই কারণেই উম্মতগণকে সেই এল্‌ম

ثَمَّ اُمِرَ بِهٖ وَحُضَّ عَلَيْهِ تَعْلِيْمًا وَّتَعَلُّمًا - (৭) فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ

শিক্ষা করা ও শিক্ষা প্রদানের নির্দেশ ও উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। (৭) কাজেই

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً - (৮) وَقَالَ

রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা আমার পক্ষ হইতে যদি একটি বাণীও হয় জনসমাজের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। (৮) রাসূলুল্লাহ

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ

(দঃ) আরও বলেনঃ যে ব্যক্তি এল্‌মে দীন শিক্ষার জন্য পথ চলে আল্লাহ

اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

তা'আলা তাহার জন্য বেহেশ্‌তের পথ সহজ করিয়া দেন। (৯) হুযূর (দঃ)

وَالسَّلَامُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ - (১০) وَقَالَ

আরও বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে তিনি ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান দান করেন। (১০) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ - وَاِنَّ

ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ নিশ্চয় আলেমগণ নবীদের ওয়ারেস। আর বস্তুতঃ

(৭) বোখারী। (৮) মোসলেম। (৯) বোখারী। (১০) আহ্‌মদ, তিরমিযী।

الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا - وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ

নবীগণ (আঃ) ত্যাজ্য সম্পদ হিসাবে কখনও দীনার বা দেরহাম রাখিয়া যান না।

فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ শুধু এল্‌মে-দীন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই এল্‌ম অর্জন করে সে ত্যাজ্য সম্পত্তির এক বড় অংশ লাভ করে। (১১) রাসূলুল্লাহ (দঃ) আরও

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

বলেন ঃ 'এল্‌ম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয'। (১২) তিনি

وَالسَّلَامُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهٗ ثُمَّ كَتَمَهٗ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া জানা সত্ত্বেও উহা গোপন রাখে, ক্বিয়ামত দিবসে তাহাকে আগুনের লাগাম পরান

بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ تَعَلَّمَ

হইবে। (১৩) নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে এল্‌ম দ্বারা আল্লাহ্‌র

عِلْمًا مِّمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا

সন্তুষ্টী লাভ করা যায়, যদি কেহ উহা পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যেই

مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا -

শিক্ষা করে, ক্বিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তি বেহেশ্‌তের ঘ্রাণও পাইবে না।

(১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ

(১৪) নবী (দঃ) বলিয়াছেন ঃ তোমরা ধর্মীয় বিধানগুলি এবং ক্বোরআন শরীফ

(১১) ইবনে-মাজা। (১২) আহ্‌মদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী। (১৩) আহ্‌মদ, আবু-দাউদ, ইবনে-মাজা। (১৪) তিরমিযী।

وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ - (١٥) أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

শিক্ষা কর, অপরকে শিক্ষা দাও, কারণ আমাকে মরিতেই হইবে। (১৫) বিতাড়িত

الرَّجِيمِ - (١٦) أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا

শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৬) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) কি ঐ ব্যক্তি (উত্তম) যে নিশিথে সেজ্‌দায় পড়িয়া এবং দাঁড়াইয়া

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

দাঁড়াইয়া এবাদতে বিভোর হয়, পরকালের ভয় করে এবং তাহার প্রতিপালকের রহ্‌মতের আশা রাখে, (না ঐ ব্যক্তি যে নাফরমান? হে রাসূল!) আপনি

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

বলিয়া দিন, যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না তাহারা কি সমান হইতে পারে? নিশ্চয় তাহারাই চিন্তা করিয়া থাকে যাহারা জ্ঞানবান।

الخطبة الثانية فى تصحيح العقائد

খোৎবা—২

আক্বীদা দুরুস্ত করা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ - اَلْمُتْقِنِ نِظَامَ الْعَالَمِ

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ তা'আলার নিমিত্ত যিনি সকল বিষয়ের জ্ঞান ও সংবাদ রাখেন, যিনি কাহারও সাহায্য ও সহায়তা ব্যতিরেকেই জগতের

بِلَا مُعِينٍ وَّنَصِيرٍ - (٢) فَسُبْحَانَ اللّٰهِ الَّذِي حِكْمَتُهُ بَالِغَةٌ وَّعِلْمُهُ

সমস্ত শৃঙ্খলা সুদৃঢ়ভাবে কায়েম রাখিয়াছেন। (২) অতঃপর আমরা সেই খোদার

غَزِيرٌ - وَنِعَمُهُ وَاصِلَةٌ اِلٰى كُلِّ صَغِيرٍ وَّكَبِيرٍ - (৩) وَنَشْهَدُ اَنْ

পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁহার হেকমত অসীম এবং জ্ঞান অতীব গভীর। ছোট বড় সকলের নিকটই তাঁহার নেয়ামত পৌঁছিয়া থাকে। (৩) আমরা সাক্ষ্য

لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ فِىْ نَقِيْرٍ وَّلَا قِطْمِيْرٍ -

দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, তিনি একক। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বস্তুর মধ্যেও তাঁহার কোনও শরীক নাই।

(৪) وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ

(৪) আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি, আমাদের মহামান্য নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও তাঁহারই রাসূল, যিনি উজ্জ্বল কিতাবের

هَدَانَا بِكِتَابٍ مُّنِيْرٍ - (৫) وَدَعَانَا اِلَى اللّٰهِ بِالْاِنْذَارِ

মাধ্যমে আমাদিগকে হেদায়ত করিয়াছেন। (৫) এবং যিনি (দোযখের) ভয় ও (বেহেশ্‌তের) সুসংবাদ দ্বারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান

وَالتَّبْشِيْرِ - (৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ مَادَامَتِ

জানাইয়াছেন। (৬) আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ

الْكَوَاكِبُ تَسِيْرُ (৭) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ تَرْجَمَةَ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ فِىْ

ও ছাহাবীগণের উপর (আসমানে) তারকারাজি চলিতে থাকাকাল পর্যন্ত রহমত ধারা বর্ষণ করিতে থাকুন। (৭) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) আহ্‌লে সুন্নত

كَلِمَتَىِ الشَّهَادَةِ الَّتِىْ هِىَ اِحْدٰى مَعَانِى الْاِسْلَامِ - (৮) فَمَعْنَى

ওয়াল-জমা'আতের মতবাদ বা আক্বীদা ব্যক্তকারী শাহাদতের দুই কলেমা

الْكَلِمَةِ الْاُوْلٰى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى هُوَ الْمُبْدِعُ لِلْعَالَمِ الْوَاحِدُ

ইসলামী ভাবধারাসমূহের অন্যতম। (৮) প্রথমটির অর্থ—আল্লাহ তা'আলাই প্রাথমিক নমুনা ব্যতীত বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তিনি অদ্বিতীয়, একক ও অনাদি,

اَلْاَحَدُ الْقَدِيْمُ - اَلْحَيُّ الْقَادِرُ الْعَلِيْمُ - اَلسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

তিনি চীরঞ্জীব, শক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী, যিনি কৃতজ্ঞতার

اَلشَّاكِرُ الْمُرِيْدُ الْكَاتِبُ لِلْمَقَادِيْرِ - لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۝

প্রতিফল প্রদানকারী, ইচ্ছার মালিক, প্রত্যেক জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণকারী।

وَلَا يَخْرُجُ مِنْ عِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ شَيْءٌ - وَهُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ

কোন কিছুই তাঁহার সমতুল্য নহে। কোন কিছুই তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির

الْمُحْيِى الْمُمِيْتُ وَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى

বাহিরে যাইতে পারে না। তিনি সৃষ্টিকর্তা, অন্নদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। উৎকৃষ্ট নামসমূহ একমাত্র তাঁহারই। উন্নত স্বরূপের একমাত্র অধিকারী তিনিই।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - (৯) وَمَعْنَى الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ اَنَّ

তিনিই মহা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়, (৯) দ্বিতীয়টির অর্থ—হযরত মুহাম্মদ (দঃ)

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّهٗ صَادِقٌ فِىْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ مِنَ

তাঁহার বান্দা ও রাসূল। যে সকল খবর ও হুকুম-আহ্‌কাম নিয়া তিনি জগতে

الْاَخْبَارِ وَالْاَحْكَامِ - (১০) وَاَنَّ الْقُرْاٰنَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى - وَكُلٌّ

আসিয়াছিলেন সে সব বিষয়ে তিনি সত্য। (১০) নিশ্চয়ই, কোরআন শরীফ

مِّنَ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْمَلٰئِكَةِ حَقٌّ وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَكَرَامَاتُ

খোদারই কালাম (বা বাণী)। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় আসমানী কিতাব, রাসূল ও ফেরেশ্‌তা সকলই সত্য, মে'রাজও সত্য, ওলীআল্লাহ্‌গণের কারামতও

الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ - وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ وَاَفْضَلُهُمُ الْاَرْبَعَةُ

সত্য। ছাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। খেলাফতের অধিকারী হওয়া

الْخُلَفَاءُ عَلٰى تَرْتِيْبِ الْخِلَافَةِ - (١١) وَسُؤَالُ الْقَبْرِ حَقٌّ

হিসাবে পর্যায়ক্রমে চারি খলিফাই তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (১১) কবরের

وَّالْبَعْثُ حَقٌّ وَّالْوَزْنُ حَقٌّ وَّالْكِتَابُ حَقٌّ وَّالْحِسَابُ حَقٌّ

সওয়াল (জওয়াব) সত্য, পুনরুত্থান সত্য, (পাপ-পুণ্যের) ওজন সত্য। আমলনামা

وَّالْحَوْضُ حَقٌّ وَّالصِّرَاطُ حَقٌّ وَّالشَّفَاعَةُ حَقٌّ وَّرُؤْيَةُ اللّٰهِ

সত্য,(নেকী-বদীর) হিসাব সত্য, হাওযে-কওসর সত্য, পুলছিরাত সত্য, শাফাআত

تَعَالٰى حَقٌّ وَّالْجَنَّةُ حَقٌّ وَّالنَّارُ حَقٌّ وَّهُمَا بَاقِيَتَانِ لَاتَفْنَيَانِ

সত্য, আল্লাহ্র দীদার লাভ সত্য, বেহেশ্ত সত্য, দোযখও সত্য। এতদুভয় সর্বদাই বিদ্যমান থাকিবে, কখনও ধ্বংস হইবে না, আর উহাতে অবস্থানকারী

وَلَايَفْنٰى اَهْلُهُمَا - (١٢) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

লোকও কখনও ধ্বংস হইবে না। (১২) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট

(١٣) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ

আশ্রয় চাহিতেছি। (১৩) (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা

الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ও ঐ কিতাবের প্রতি যাহা তিনি স্বীয় রাসূল (মুহম্মদ) -এর প্রতি নাযিল করিয়াছেন, আর ঐ সমস্ত কিতাবের উপরও, যাহা তিনি পূর্বে

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অবতীর্ণ করিয়াছেন, ঈমান আনয়ন কর। আর যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার ফেরেশ্তা, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস

فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا *

পোষণ করে না তাহারা ভ্রান্তির চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

الخطبة الثالثة فى اسباغ الطهارة

খোৎবা—৩

ত্বাহারাতের পূর্ণতা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ تَلَطَّفَ بِعِبَادِهٖ فَتَعَبَّدَهُمْ بِالنَّظَافَةِ -

(১) সকল প্রকার তা'রীফ একমাত্র আল্লাহ্‌র নিমিত্ত যিনি তাঁহার

وَاَفَاضَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ تَزْكِيَةً لِّسَرَائِرِهِمْ اَنْوَارَهٗ وَاَلْطَافَهٗ -

বান্দাদের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া পবিত্রতা অবলম্বনের আদেশ করিয়াছেন, আর যিনি তাহাদের অন্তরসমূহ পবিত্র করার নিমিত্ত উহাতে তাঁহার নূর ও

(٢) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ

করুণা ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। (২) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন

اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُسْتَغْرِقُ بِنُوْرِ

শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের মহান নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা এবং তাঁহারই রাসূল—যিনি পৃথিবীর সর্বদিক

الْهُدٰى اَطْرَافَ الْعَالَمِ وَاَكْنَافَهٗ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ

ও সর্বপ্রান্তকে হেদায়তের নূর দ্বারা আলোকিত করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পবিত্র পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহ্‌মত বর্ষণ করুন।

وَصَحْبِهِ الطَّاهِرِيْنَ صَلَاةً تُنْجِيْنَا بَرَكَاتُهَا يَوْمَ الْمَخَافَةِ -

যে রহ্‌মতের বরকতসমূহ মহাভীতির দিবসে আমাদের নাজাতের উছিলা হয়

وَتَنْتَصِبُ جُنَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَ كُلِّ اٰفَةٍ - (٣) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ

এবং যেন উহা আমাদের ও বিপদ-আপদের মধ্যে ঢাল স্বরূপ হয়। (৩) অতঃপর

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ -

(জানিয়া রাখুন), রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।

(৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(৪) নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতে যখন আমার উম্মতগণকে ডাকা হইবে,

غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ - فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ

তখন ওযূর কারণে তাহাদের চেহ্‌রা ও হস্তপদ চক্‌ চক্‌ করিতে থাকিবে। সুতরাং

يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ (৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ

তোমাদের মধ্যে যাহার সামর্থ্য আছে, সে যেন উহা আরও বৃদ্ধি করিয়া লয়। (৫) নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ মুমিন বান্দার সৌন্দর্য ঐ পর্যন্ত পৌঁছিবে যে

مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ (৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

পর্যন্ত তাহাদের ওযূর পানি পৌঁছিবে। (৬) নবী করীম (দঃ) আরও বলেন ঃ

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ - (৭) وَقَالَ عَلَيْهِ

বেহেশ্‌তের চাবি নামায, আর নামাযের চাবি পবিত্রতা। (৭) তিনি আরও

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَّمْ يَغْسِلْهَا

বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয গোসলে এক চুল পরিমিত স্থানও ধৌত ব্যতিরেকে

فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ - (৮ক) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

ছাড়িয়া দিবে তাহাকে দোযখের আগুনে এইভাবে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে। (৮ক) একদা রাসূলুল্লাহ (দঃ) দুইটি কবরের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিলেন ঃ

(৭) আবুদাঊদ, আহমদ, দারেমী। (৮ক) বোখারী, মোসলেম।

حِيْنَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ - وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا

এই কবরস্থ ব্যক্তিদ্বয়কে আযাব দেওয়া হইতেছে–আর কোনও বড় কারণে তাহাদের

اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ

আযাব হইতেছে না ; বরং এই কারণে যে, তাহাদের একজন প্রস্রাব হইতে সতর্ক থাকিত না, অন্য জন চোগলখুরী করিত। (৮খ) অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, সে

بِالنَّمِيْمَةِ (৮খ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ

প্রস্রাব হইতে বাঁচিয়া থাকিত না। (৯) নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ

পায়খানায় যাও, কেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া কিংবা কেব্‌লাকে পশ্চাতে রাখিয়া

وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا - (১০) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

বসিও না। (১০) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

(১১) لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ط لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ

(১১) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) ঐ মসজিদে (যেরারে) আপনি কখনও নামায পড়িবেন না ; বরং প্রথম হইতে তাকওয়ার ভিত্তিতে যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত

يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط

হইয়াছে সেই মসজিদে (কোবায়) আপনার নামায পড়া উচিত। উহাতে এরূপ (পরহেযগার) লোক আছে—যাহারা সর্বদা পবিত্র থাকিতে ভালবাসে

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

আর আল্লাহ্ তা'আলাও এরূপ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।

(৮খ) মোসলেম। (৯) বোখারী, মোসলেম।

الخطبة الرابعة فى اقامة الصلوة

খোৎবা—৪

নামায কায়েম করা সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ غَمَرَ الْعِبَادَ بِلَطَائِفِهٖ - وَعَمَرَ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য যিনি তাঁহার বান্দাগণকে স্বীয় করুণা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং যিনি দ্বীন ও উহার বিধানের

قُلُوْبَهُمْ بِاَنْوَارِ الدِّيْنِ وَوَظَائِفِهٖ - (২) فَسُبْحَانَهٗ مَا اَعْظَمَ شَانَهٗ

আলোতে তাহাদের অন্তরসমূহ আবাদ (সজীব) রাখিয়াছেন। (২) সুতরাং কত সুদৃঢ় তাঁহার শক্তি!

وَاَقْوٰى سُلْطَانَهٗ وَاَتَمَّ لُطْفَهٗ وَاَعَمَّ اِحْسَانَهٗ - (৩) وَنَشْهَدُ اَنْ

কতই না পূর্ণ তাঁহার করুণা! কতই না সার্বজনীন তাঁহার অনুগ্রহ!

(৩) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য

لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (৪) اَلَّذِىْ اَفَاضَ عَلَى النُّفُوْسِ ذَوَارِفَ

দেই যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও তাঁহারই রাসূল (৪) যিনি মানবের

عَوَارِفِهٖ - وَاَبْرَزَ عَلَى الْقَرَائِحِ حَقَائِقَ مَعَارِفِهٖ

অন্তরে আপন বখশীশের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন এবং যিনি তাহাদের

(৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَفَاتِيْحِ الْهُدٰى

অন্তরে মা'রেফাতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। (৫) আল্লাহ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর—যাঁহারা হেদায়তের কুঞ্জি ও

وَمَصَابِيْحِ الدُّجٰى وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ

অন্ধকারের প্রদীপ—অফুরন্ত রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (৬) অতঃপর (জানা

عِمَادُ الدِّيْنِ وَعِصَامُ الْيَقِيْنِ - وَرَاْسُ الْقُرُبَاتِ وَغُرَّةُ

আবশ্যক) নামায দ্বীনের খুঁটি ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় রজ্জু। একমাত্র নামাযই আল্লাহর

الطَّاعَاتِ - (৭) وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নৈকট্য লাভের মূল এবং এবাদতের দীপ্তি। (৭) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا

পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত ; এ কথা সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ

বান্দা ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ সমাপন করা,

وَصَوْمِ رَمَضَانَ - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ خَمْسُ

রমযান মাসে রোযা রাখা। (৮) হুযূর (দঃ) বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ

صَلَوَاتٍ نِ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ - مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ

তা'আলা ফরয করিয়া দিয়াছেন। যে ব্যক্তি নামাযের জন্য ভালভাবে ওযূ করে

لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ

নির্ধারিত সময়ে পূর্ণরূপে রুকূ সেজদা সহ একাগ্রচিত্তে নামায সম্পন্ন করে,

اَنْ يَّغْفِرَ لَهٗ - وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ -

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মাফ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আর যে এরূপভাবে নামায আদায় না করে তাহার জন্য আল্লাহ্র কোন প্রতিশ্রুতি নাই।

(৭) বোখারী মুসলেম। (৮) আহ্মদ, আবূদাউদ।

اِنْ شَاءَ غَفَرَلَهٗ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন নতুবা শাস্তিও দিতে পারেন। (৯) নবী করীম

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ

(দঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি (তোমাদের কাহাকেও) কাষ্ঠ সংগ্রহের আদেশ দেই। অতঃপর উহা একত্রিত করা হইলে নামাযের

اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا - ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ

নির্দেশ দেই। তৎপর আযান দেওয়া হইলে উপস্থিত (মুছল্লী) লোকদের ইমামতের জন্য এক ব্যক্তিকে নির্ধারিত করিয়া যাহারা নামাযে উপস্থিত হয়

اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ لَّا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ -

নাই তাহাদের উদ্দেশ্যে আমি পশ্চাতে থাকিয়া যাই এবং তাহাদের ঘর-বাড়ী পোড়াইয়া দেই। (কিন্তু তিনি শিশু ও স্ত্রীলোকের কথা ভাবিয়া এরূপ করেন

(১০) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - (১১) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ

নাই।) (১০) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ তা'আলার পানাহ্ চাহিতেছি।

طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ

(১১) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন) ঃ দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রের কিছু অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়, নেক কাজ পাপ কাজকে মিটাইয়া দেয়।

السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ০

উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য ইহা বাস্তবিকই এক অমূল্য উপদেশ।

(৯) বোখারী।

الخطبة الخامسة فى ايتاء الزكوة

খোৎবা—৫

যাকাত আদায় করা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَسْعَدَ وَاَشْقٰى - (٢) وَاَمَاتَ

(১) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই যিনি কাহাকেও সৌভাগ্যবান করেন আবার কাহাকেও দুর্ভাগ্যবান করেন। (২) কাহারও মৃত্যুদান

وَاَحْيٰى - (٣) وَاَضْحَكَ وَاَبْكٰى - (٤) وَاَوْجَدَ وَاَفْنٰى -

করেন, আবার কাহাকেও জীবন দান করেন, (৩) তিনি কাহাকেও হাসান আবার কাহাকেও কাঁদান। (৪) তিনিই সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই ধ্বংস

(٥) وَاَفْقَرَ وَاَغْنٰى - (٦) وَاَضَرَّ وَاَقْنٰى - (٧) ثُمَّ خَصَّ بَعْضَ

করেন, (৫) তিনি কাহাকেও দরিদ্র করেন, কাহাকেও ধনবান করেন। (৬) তিনি কাহাকেও-ক্ষতিগ্রস্ত করেন, কাহাকেও পুঁজি দান করেন। (৭) অতঃপর বিশেষ

عِبَادِهٖ بِالْيُسْرِ وَالْغِنٰى - (٨) ثُمَّ جَعَلَ الزَّكٰوةَ لِلدِّيْنِ اَسَاسًا

করিয়া তিনি তাঁহার কতক বান্দাকে স্বচ্ছলতা ও ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। (৮) তৎপর তিনি দ্বীনের ভিত্তি এবং বুনিয়াদ স্বরূপ যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন

وَّمَبْنًى - (٩) وَبَيَّنَ اَنْ بِفَضْلِهٖ تَزَكّٰى مِنْ عِبَادِهٖ مَنْ تَزَكّٰى -

করিয়াছেন। (৯) তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, বান্দাদের মধ্যে যাহারা যাকাত আদায় করে তাহারা খোদারই অনুগ্রহে নিজ আত্মার পবিত্রতা অর্জন করে

وَمِنْ غِنَاهُ زَكّٰى مَالَهٗ مَنْ زَكّٰى - (١٠) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

এবং যাহারা খোদার প্রদত্ত সম্পদ হইতে যাকাত আদায় করে তাহারা নিজের মাল বৃদ্ধি করে। (১০) আমি সাক্ষ্য দিতেছি—আল্লাহ্ তা'আলা

إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক ও অংশীবিহীন। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - (١١) هُوَ الْمُصْطَفٰى وَسَيِّدُ الْوَرٰى وَشَمْسُ

বান্দা ও তাঁহারই রাসূল। (১১) তিনি আল্লাহ তা'আলারই মনোনীত এবং

الْهُدٰى - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ

সৃষ্টির সেরা ও হেদায়তের রবি। আল্লাহ পাক তাঁহার উপর এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের –যাঁহারা এল্‌ম ও তাকওয়ায় বৈশিষ্ট্য লাভ

الْمَخْصُوْصِيْنَ بِالْعِلْمِ وَالتُّقٰى - (١٢) أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى

করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (১২) অতঃপর

جَعَلَ الزَّكٰوةَ إِحْدٰى مَبَانِى الْإِسْلَامِ - وَأَرْدَفَ بِذِكْرِهَا

(জানিয়া রাখুন): আল্লাহ তা'আলা যাকাতকে ইসলামের ভিত্তিসমূহের মধ্যে একটি ভিত্তি সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং ধর্মের সর্বোচ্চ প্রতীক নামাযের

الصَّلَاةَ الَّتِىْ هِىَ أَعْلَى الْأَعْلَامِ - (١٣) فَقَالَ تَعَالٰى وَأَقِيْمُوا

পরেই উহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩) আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন;

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ - (١٤) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। (১৪) রাসূলে করীম

بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

(দঃ) ফরমাইয়াছেন: পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত— এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, নিশ্চয়

(১৪) বোখারী, মুসলেম।

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত

وَصَوْمِ رَمَضَانَ - وَشَدَّدَ الْوَعِيْدَ عَلَى الْمُقَصِّرِيْنَ فِيْهَا -

আদায় করা, হজ্জ সমাপন করা আর রমযান মাসে রোযা রাখা। আর যাহারা যাকাত আদায়ে ত্রুটী করে, তাহাদের সম্পর্কে ভীষণ শাস্তির কথা

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يُؤَدِّ (১৫)

ঘোষণা করিয়াছেন। (১৫) অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যাহাকে

زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ

আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন, সে যদি উহার যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির মালকে ভয়ানক বিষধর সর্পের

زَبِيْبَتَانِ - يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -

আকৃতিতে পরিণত করা হইবে, যাহার চোখের উপর দুইটি কাল বিন্দু থাকিবে। কিয়ামতের দিন উক্ত সাপকে তাহার গলদেশে জড়াইয়া দেওয়া

ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ - ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ

হইবে। অতঃপর সেই সাপ ঐ ব্যক্তির দুই চোয়াল (কামড়াইয়া) ধরিয়া বলিবে ঃ আমিই তোমার মাল, আমিই তোমার সেই সঞ্চিত ধন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ যাহার সারমর্ম হইল ঃ কিয়ামতের

يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةَ - (১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِرَجُلٍ

দিন বখীলের মাল তাহার গলদেশে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। (১৬)

تُخْرِجُ الزَّكٰوةَ مِنْ مَّالِكَ فَاِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ

রাসূল (দঃ) এক ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ তোমার মালের যাকাত আদায় করিবে ;

(১৫) বোখারী।

اَقْرِبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِيْنِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ -

কারণ ইহা একটি বিশেষ পবিত্রতা যাহা তোমাকে পবিত্র করিয়া দিবে। আর তোমার নিকটস্থ আত্মীয়বর্গকে দান করিবে, অসহায় মিসকীন পাড়া-প্রতিবেশী ও

(١٧) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٨) وَاَقِيْمُوا

ভিক্ষুকদের হক্‌ও জানিয়া রাখিবে। (১৭) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্‌ চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ) তোমরা নামায

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ٥

কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আর রুকূকারীদের সহিত একত্রে রুকূ কর। (অর্থাৎ, জামাতের সহিত নামায পড়।)

اَلْخُطْبَةُ السَّادِسَةُ فِى الْاَخْذِ بِالْقُرْاٰنِ عِلْمًا وَعَمَلًا

খোৎবা—৬

কোরআনের শিক্ষা ও আ'মল সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى امْتَنَّ عَلٰى عِبَادِهٖ بِنَبِيِّهِ الْمُرْسَلِ -

(১) যাবতীয় তা'রীফ সেই আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য যিনি নবী করীম (দঃ)কে প্রেরণ করিয়া এবং স্বীয় কিতাব (কোরআন) নাযিল করিয়া আপন

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِتَابِهِ الْمُنَزَّلِ - (٢) حَتّٰى اتَّسَعَ

বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। (২) ফলে চিন্তাশীলদের জন্য উপদেশ

عَلٰى اَهْلِ الْاَفْكَارِ طَرِيْقُ الْاِعْتِبَارِ - بِمَا فِيْهِ مِنَ الْقَصَصِ

গ্রহণের পথ প্রসারিত হইয়াছে। কারণ উক্ত কিতাবে বিভিন্ন ঘটনাবলী ও

(১৬) তরগীব—আহ্‌মদ হইতে।

وَالْاَخْبَارِ - وَاتَّضَحَ بِهٖ سُلُوْكُ الْمَنْهَجِ الْقَوِيْمِ وَالصِّرَاطِ

সংবাদ রহিয়াছে। উহা দ্বারা সুদৃঢ় ও সরল পথ প্রকাশিত হইয়াছে।

الْمُسْتَقِيْمِ - (৩) بِمَا فَصَّلَ فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ - وَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَلَالِ

(৩) যদ্দ্বারা হুকুম-আহ্‌কামের বিস্তারিত বিবরণ ও হালাল-হারামের পার্থক্য বর্ণনা

وَالْحَرَامِ - (৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ -

করিয়াছেন। (৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ نُزِّلَ

মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও

الْفُرْقَانُ عَلَيْهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

তাঁহারই রাসূল, যাঁহার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফ নাযিল করিয়াছেন, যেন তিনি সারা বিশ্বের জন্য ভীতি প্রদর্শক হন। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা

وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ الَّذِيْنَ تَذَكَّرُوْا بِالْقُرْاٰنِ وَذَكَّرُوْا بِهٖ

তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর যাঁহারা কোরআন শরীফ দ্বারা নছীহত গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্যকেও বিশেষভাবে নছীহত

النَّاسَ تَذْكِيْرًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

করিয়াছেন—রহমত নাযিল করুন। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন), রাসূলে-খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি

وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ - (৭) وَقَالَ عَلَيْهِ

যে নিজে কোরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (৭) তিনি

(৬) বোখারী। (৭) আহ্‌মদ, তিরমিযী, নাসাই, আবূ-দাউদ।

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ

আরও বলিয়াছেন, (ক্বিয়ামতের দিন)ছাহেবে কোরআনকে বলা হইবে, পড়িতে

كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا - فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ

থাক এবং উচ্চাসন লাভ করিতে থাক, ধীরে ধীরে সুন্দররূপে পড়—যেরূপ দুনিয়াতে সুন্দররূপে পড়িতে। অনন্তর যে আয়াতে তোমার পড়া শেষ হইবে

تَقْرَأُهَا - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ

তথায় তোমার স্থান। (৮) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যাহার অন্তরে

فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ

কোরআন শরীফের কিছু মাত্র নাই, সে জনহীন উজাড় গৃহতুল্য। (৯) তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের একটি হরফ পাঠ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ حَسَنَةٌ

করিবে সে একটি নেকী প্রাপ্ত হইবে এবং প্রতিটি নেকী উহার দশগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত

وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

হইবে। (১০) যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া উহা মনে রাখে এবং

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ

উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানে, আল্লাহ্ তা'আলা

اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ - وَشَفَّعَهٗ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ

তাহাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন। তাহার পরিবারবর্গের এমন দশ ব্যক্তির জন্য তাহার সুফারিশ গ্রহণ

(৮) তিরমিযী, দারেমী। (৯) তিরমিযী, দারেমী। (১০) আহ্‌মদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা, দারেমী।

قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ - (١١) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

করিবেন—যাহাদের জন্য দোযখ সাব্যস্ত হইয়াছিল। (১১) বিতাড়িত শয়তান

الرَّجِيْمِ - (١٢) فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ o وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ

হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১২) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) আমি তারকাসমূহের অস্তগমণের কসম করিতেছি, যদি তোমরা ভাবিয়া দেখ, তবে উহা

لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ o اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ o فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ o

এক বিরাট শপথ। নিশ্চয়, উহা মহা কোরআন যাহা গুপ্ত কিতাবে (লওহে-

لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ o

মাহ্‌ফূযে) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পবিত্রগণ (ফেরেশ্‌তা) ব্যতীত উহা কেহ স্পর্শ করে না।

الخُطْبَةُ السَّابِعَةُ فِى الاِشْتِغَالِ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالدُّعَاءِ

(খোৎবা—৭

আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও দো'আ সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الشَّامِلَةِ رَأْفَتُهٗ - اَلْعَامَّةِ رَحْمَتُهٗ -

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যাঁহার করুণা

اَلَّذِىْ جَازٰى عِبَادَهٗ عَنْ ذِكْرِهِمْ بِذِكْرِهٖ - (٢) فَقَالَ تَعَالٰى

সর্বব্যাপি। যাঁহার রহমত সার্বজনীন, যিনি বান্দাদের যিক্‌রের প্রতিদান যিক্‌র দ্বারাই দিয়া থাকেন। (২) আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ 'তোমরা

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ - (৩) وَرَغَّبَهُمْ فِى السُّوَالِ وَالدُّعَاءِ

আমার যিক্‌র কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব।' (৩) আর (আল্লাহ্ পাক) নিজ আদেশে তাহাদিগকে তাঁহার নিকট যাচ্ঞা ও

بِاَمْرِهٖ - (৪) فَقَالَ اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط فَاَطْمَعَ الْمُطِيْعَ

দো'আ করিবার উৎসাহ দিয়াছেন। (৪) তিনি এরশাদ করেন ঃ তোমরা আমার কাছে দো'আ কর, আমি তোমাদের দো'আ কবূল করিব। ইহার দ্বারা নেক্‌কার ও

وَالْعَاصِىْ - وَالدَّانِىَ وَالْقَاصِىْ - فِىْ رَفْعِ الْحَاجَاتِ

গোনাহ্‌গার এবং নিকটস্থ ও দূরস্থ সর্বপ্রকার লোককে তাহাদের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য লালায়িত করিয়াছেন। যেমন, তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَالْاَمَانِىْ - بِقَوْلِهٖ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا

'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটবর্তী, যখন কেহ আমার নিকট প্রার্থনা করে,

دَعَانِ - (৫) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ -

আমি তাহা কবূল করি। (৫) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই।

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَسَيِّدُ

আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা মাওলানা মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই

اَنْبِيَائِهٖ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

বান্দা ও তাঁহারই রাসূল, তিনি সমস্ত নবীর সরদার। আল্লাহ্ পাক তাঁহার

خِيَرَةِ اَصْفِيَائِهٖ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ

উপর, তাঁহার প্রিয় পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহমত ও প্রচুর শান্তি বর্ষণ করুন। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) জিহ্বা দ্বারা সম্পাদিত এবাদৎসমূহের

ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَفْعَ الْحَاجَاتِ اِلَيْهِ تَعَالٰى اَفْضَلُ عِبَادَةٍ

মধ্যে তেলাওয়াতে কোরআনের পর সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদৎ আল্লাহ্ পাকের যিক্‌র

تُؤَدِّى بِاللِّسَانِ بَعْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ - (٧) فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

করা ও তাঁহার কাছে নিজ অভাব দূরীকরণের কথা ব্যক্ত করা। (৭) রাসূলে

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلَّا حَفَّتْهُمُ

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যখন কোন সম্প্রদায় বসিয়া বসিয়া আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র করিতে থাকে, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন

الْمَلٰئِكَةُ - وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ - وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ -

করিয়া রাখেন, আর আল্লাহ্‌র রহমত তাহাদিগকে ঢাকিয়া রাখে এবং তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হইতে থাকে, আল্লাহ্ পাক তাঁহার নিকটস্থ ফেরেশ্‌তাদের

وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ (٨) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَثَلُ

নিকট তাহাদের কথা বর্ণনা করিতে থাকেন। (৮) রাসূলে মকবূল (দঃ)

الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ -

ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে আর যে ব্যক্তিযিক্‌র করে না

(٩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ -

উহাদের দৃষ্টান্ত যেমন, জীবিত ও মৃত। (৯) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ

(١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ

করিয়াছেন ঃ দোঁআ করাই এবাদতের সার। (১০) হুযূর (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ

(৭) মোসলেম। (৮) বোখারী, মোসলেম। (৯) তিরমিযী। (১০) তিরমিযী, ইবনে-মাজা।

مِنَ الدُّعَاءِ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ الدُّعَاءَ

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোঁআ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত আর কিছু নাই। (১১) নবী করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ নিশ্চয় দোঁআ (মানুষকে) ঐ সমস্ত

يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ - فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ -

(বালা-মুছিবতে) উপকার প্রদান করে যাহা নাযিল হইয়াছে অথবা যাহা এখনও নাযিল হয় নাই। সুতরাং হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আপনাদের কর্তব্য

(١٢) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ

আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করা। (১২) রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্ পাক তাহার প্রতি

عَلَيْهِ (١٣) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (١٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

রাগান্বিত হন। (১৩) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাহিতেছি। (১৪) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) হে ঈমানদারগণ! তোমরা

اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিক্র কর। আর সকাল সন্ধ্যায় (সব সময়েই) তাঁহার তসবীহ্ পাঠ কর।

(১১) তিরমিযী। (১২) তিরমিযী।

الخطبة الثامنة فى تطوع النهار والليل

খোৎবা – ৮

দিবারাত্রির নফল এবাদৎ সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اٰلَائِهٖ حَمْدًا كَثِيْرًا - وَنَذْكُرُهٗ ذِكْرًا

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ্‌রই জন্য, অশেষ প্রশংসা তাঁহার নেয়ামতের।

لَّا يُغَادِرُ فِى الْقَلْبِ اسْتِكْبَارًا وَّلَا نُفُوْرًا - وَنَشْكُرُهٗ اِنْ جَعَلَ

তাঁহার এরূপ যিক্‌র করি যাহা আমাদের অন্তর হইতে অহংকার ও বিদ্বেষ বিদূরিত করিয়া দেয় এবং আমরা এই নেয়ামতের শোক্‌রগুযারী করি যে, তিনি

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا -

তাঁহার যিক্‌র ও শোক্‌র আদায় করিতে ইচ্ছুকদের (সুবিধার) জন্য দিবা

(٢) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ

রাত্রির একটির পর অপরটিকে স্থলবর্তী করিয়াছেন। (২) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক

سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ بَعَثَهٗ بِالْحَقِّ

নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ) নিশ্চয় তাঁহারই বান্দা ও তাঁহারই রাসূল। যাঁহাকে আল্লাহ্ পাক

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا - (٣) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ

(বেহেশ্‌তের) সুসংবাদ দাতা ও (দোযখের) ভয় প্রদর্শক হিসাবে সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন। (৩) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার সম্মানিত

الْاَكْرَمِيْنَ الَّذِيْنَ اجْتَهَدُوْا فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ غُدْوَةً وَّعَشِيًّا

পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন যাঁহারা সূর্যোদয়ের পর ও

وَّبُكْرَةً وَّاَصِيْلًا - حَتّٰى اَصْبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِى الدِّيْنِ

রাত্রে এবং ভোরে ও সন্ধ্যায় (সর্বদা) আল্লাহ্‌র এবাদতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কি, তাঁহাদের প্রত্যেকেই হইয়াছিলেন ধর্মের পথ-প্রদর্শক ও

هَادِيًا وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا - (৪) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

উজ্জল প্রদীপ। (৪) ইতঃপর (জানিয়া রাখুন) রাসূলে খোদা (দঃ) বলিয়াছেন,

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَا يَزَالُ عَبْدِىْ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ "আমার বান্দা সর্বদা নফল এবাদতের মাধ্যমে

يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ - اَلْحَدِيْثَ - (৫) وَقَالَ

আমার নৈকট্য লাভ করিতে থাকে। ফলে আমি তাহাকে আমার প্রিয়পাত্র করিয়া লই।" (৫) রসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেনঃ তোমরা তাহাজ্জুদের

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهٗ دَاْبُ

নামাযকে নিজেদের উপর যরূরী করিয়া লইবে। কারণ, ইহা তোমাদের

الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ - وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ - وَمَكْفَرَةٌ

পূর্ববর্তী ছালেহীন (নেক্‌কারগণ)-এর তরীকা বা রীতি ছিল, ইহা তোমাদের

لِّلسَّيِّاٰتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ - (৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

প্রতিপালকের নৈকট্য স্থাপনকারী, গোনাহ্ মোচনকারী এবং অন্যায় কাজসমূহ হইতে বিরত রাখে। (৬) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ হে আবদুল্লাহ্! তুমি

يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِّثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ

অমুক ব্যক্তির ন্যায় হইও না, যে রাত্রে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়িত' পরে উহা

(৪) বোখারী। (৫) তিরমিযী। (৬) বোখারী, মুসলিম।

اللَّيْلِ - (٧) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ

ছাড়িয়া দিয়াছে। (৭) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়, ধর্ম সহজ ; কিন্তু যদি কেহ নিজেই উহাকে কঠোরতার সহিত সম্পাদন করিতে চায়, তবে

وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهٗ - فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا -

সে উহা পালনে অক্ষম হইয়া পড়িবে। সুতরাং তোমরা সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ - (٨) وَقَالَ

কর, সরল পথে চল, সন্তুষ্ট থাক। আর সকাল, সন্ধ্যায় ও শেষ রাত্রে নফল এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও। (৮) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও এরশাদ

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ نَّامَ عَنْ حِزْبِهٖ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

করেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার রাত্রিকালীন পূর্ণ ওযীফা কিংবা উহার কিছু অংশ

فَقَرَاَهٗ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهٗ كَاَنَّمَا

অবশিষ্ট থাকিতে ঘুমাইয়া পড়ে, অতঃপর সে উহা—ফজর এবং যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়িয়া লয়, তবে উহা (তাহার আমলনামায়) রাত্রের ওযীফারূপে

قَرَاَهٗ مِنَ اللَّيْلِ - (٩) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

লিখিত হয়। (৯) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

(١٠) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ

(১০) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ হে নবী!) বিনয়ের সহিত নীরবে কিংবা

الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ ○

অনুচ্চ শব্দে প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের যিক্‌র করুন এবং কখনও গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(৭) বোখারী। (৮) মোসলেম।

الخطبة التاسعة فى تعديل الاكل والشرب

(খোৎবা—৯)

পানাহারে মধ্য পন্থা অবলম্বন সম্বন্ধে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْسَنَ تَدْبِيْرَ الْكَائِنَاتِ - فَخَلَقَ

(১) সর্ববিধ তা'রীফ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই যিনি সৃষ্ট জগতকে

الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ - وَاَنْزَلَ الْمَاءَ الْفُرَاتَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ -

সুচারুরূপে পরিচালনা করিতেছেন এবং জমিন ও আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মেঘমালা হইতে সচ্ছ পানিধারা বর্ষণ করিয়া উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বীজ,

فَاَخْرَجَ بِهِ الْحَبَّ وَالنَّبَاتَ - (২) وَقَدَّرَ الْاَرْزَاقَ وَالْاَقْوَاتَ -

ফলফলাদি ও তরুলতা উৎপন্ন করিয়াছেন। (২) তিনি প্রত্যেকের রিয্ক্ ও

وَحَفِظَ بِالْمَاكُوْلَاتِ قُوَى الْحَيَوَانَاتِ - (৩) وَاَعَانَ عَلَى

খাদ্যবস্তু নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনিই রিয্ক্ ও খাদ্যবস্তুর সাহায্যে প্রাণীসমূহের জীবনিশক্তির হেফাযতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (৩) তিনি হালাল খাদ্য

الطَّاعَاتِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ بِاَكْلِ الطَّيِّبَاتِ - (৪) وَنَشْهَدُ

এবাদৎ-বন্দেগী ও নেক কাজ করিবার সামর্থ্য দান করিয়াছেন। (৪) আমরা

اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا

সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনও মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা,

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُؤَيَّدُ بِالْمُعْجِزَاتِ

মাওলানা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও তাঁহারই রাসূল—যিনি নুবুওতের

الْبَاهِرَاتِ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

দাবী সাপেক্ষে স্পষ্ট মুজেযা দ্বারা সাহায্যকৃত হইয়াছিলেন। (৫) আল্লাহ্ পাক

صَلٰوةً تَتَوَالٰى عَلٰى مَمَرِّ الْاَوْقَاتِ - وَتَتَضَاعَفُ بِتَعَاقُبِ

তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর একাধারে অনন্তকাল রহ্‌মত বর্ষণ করুন এবং কালের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে যেন অজস্র

السَّاعَاتِ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ

রহমত ও অফুরন্ত শান্তি বর্ষিত হয়। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন)—আল্লাহ্

تَعَالٰى كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج - (৭) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

তা'আলা এরশাদ করেন ঃ তোমরা খাও এবং পান কর, আর সীমাতিরিক্ত ব্যয় করিও না। (৭) নবী-করীম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ এ জগতে হালাল বস্তু

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ

(নিজের উপর) হারাম করা কিংবা ধন-সম্পদ অনাবশ্যক নষ্ট করাই পরহেযগারী

الْحَلَالِ - وَلَا اِضَاعَةِ الْمَالِ - وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ

নহে; বরং জগতে প্রকৃত পরহেযগারী হইল তোমার নিকট যাহা আছে তৎপ্রতি

لَّا تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِمَّا فِىْ يَدَىِ اللّٰهِ - اَلْحَدِيْثَ -

অধিক ভরসা না করিয়া আল্লাহ্‌র হাতে যাহা আছে উহার উপর নির্ভর করা।

(৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلرُّوْحُ الْاَمِيْنُ نَفَثَ فِىْ

(৮) নবী-করীম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ হযরত জিব্‌রায়ীল (আঃ) আমার অন্তরে

رُوْعِىْ اَنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا - اَلَا فَاتَّقُوا

এল্‌কা করিয়াছেন যে, কোনও একটি প্রাণী ততক্ষণ কিছুতেই মৃত্যুবরণ করে না যতক্ষণ তাহার রিয্‌ক পূর্ণ না হয়। সাবধান! তোমরা খোদাকে ভয় কর এবং

(৭) তিরমিযী, ইবনে-মাজা। (৮) শরহে সুন্নাহ, বায়হাকী।

اللّٰهَ وَاجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ

সদুপায়ে রিযিক সঞ্চয় কর। আর রুযী প্রাপ্তির বিলম্ব যেন তোমাদিগকে

تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا بِطَاعَتِهِ -

আল্লাহ্‌র নাফরমানীর পথে উপার্জন করিতে উদ্বুদ্ধ না করে, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত তাঁহার নিকট যাহা আছে তাহা লাভ করা যায় না।

(৯) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَتَى اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

(৯) হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌র

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِذَا اَكَلْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ

খেদমতে আসিয়া আরয করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি গোশ্‌ত খাইলে আমার

وَاِنِّىْ حَرَّمْتُ اللَّحْمَ - فَنَزَلَتْ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا

উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, তাই আমি আমার জন্য গোশ্‌ত হারাম করিয়াছি। তখন আয়াত নাযিল হইল ঃ হে ঈমানদারগণ! পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে তোমাদের

طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

উপর হারাম করিও না যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং তোমরা সীমা লঙ্ঘন করিও না। (১০) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ

وَالسَّلَامُ اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ - (১১) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

করেন ঃ শোক্‌রগোযার ভক্ষণকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের ন্যায়। (১১) বিতাড়িত

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১২) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ

শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১২) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন) তোমাদের মুখে যাহা আসে তাহাকে তোমরা মিছামিছি ইহা

(৯) কামালায়েন-তিরমিযী হইতে। (১০) তিরমিযী, ইবনে-মাজা।

الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

'হালাল' এবং উহা 'হারাম' বলিয়া অভিহিত করিও না। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি তোমাদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হইবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ *

নিশ্চয়, যাহারা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহারা কখনও সফলকাম হয় না।

الْخُطْبَةُ الْعَاشِرَةُ فِيْ حُقُوْقِ النِّكَاحِ

খোৎবা—১০

বৈবাহিক দায়িত্ব সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার নিমিত্ত যিনি পানি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়া উহাকে বিভিন্ন গোত্র ও বংশে পরিণত করিয়াছেন।

وَّصِهْرًا - وَسَلَّطَ عَلَى الْخَلْقِ مَيْلًا اِضْطَرَّهُمْ بِهٖٓ اِلَى

তিনি সৃষ্টিকে এমন এক প্রেরণা দিয়াছেন যদ্দারা তাহাদিগকে বংশোৎপাদনে

الْحِرَاثَةِ جَبْرًا - وَاسْتَبْقٰى بِهٖ نَسْلَهُمْ قَهْرًا وَّقَسْرًا -

বাধ্য করিয়াছেন। তিনি এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের বংশ স্থায়ী

(٢) ثُمَّ عَظَّمَ اَمْرَ الْاَنْسَابِ وَجَعَلَ لَهَا قَدْرًا - فَحَرَّمَ

রাখেন। (২) অতঃপর তিনি বংশ বিষয়ক নীতির প্রতি অশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং তাহার মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি

لِسَبَبِهَا السِّفَاحَ وَبَالَغَ فِىْ تَقْبِيْحِهٖ رَدْعًا وَّزَجْرًا - وَنَدَبَ

ব্যাভিচারকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং শাসাইয়া ও ধমকাইয়া কঠোরভাবে উহার খারাবী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মানুষকে বিবাহের প্রতি প্রেরণা ও

اِلَى النِّكَاحِ وَحَثَّ عَلَيْهِ اسْتِحْبَابًا وَّاَمْرًا - (৩) وَنَشْهَدُ

উৎসাহ প্রদান করত কাহারও জন্য ইহাকে মোস্তাহাব এবং কাহারও জন্য ফরয করিয়াছেন। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, (আমাদের মহান নেতা সাইয়্যেদেনা) হযরত মুহম্মদ (দঃ)

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ بِالْاِنْذَارِ وَالْبُشْرٰى - (৪) صَلَّى اللّٰهُ

তাঁহারই বান্দা ও তাঁহার রাসূল, যাঁহাকে (দোযখের) ভয় ও (বেহেশ্তের) সুসংবাদ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে (জগতে) পাঠান হইয়াছে। (৪) আল্লাহ্

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ صَلٰوةً لَّا يَسْتَطِيْعُ لَهَا الْحِسَابُ عَدًّا

তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর অসংখ্য

وَّلَا حَصْرًا - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ

অগণিত রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (৫) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) আল্লাহ্

تَعَالٰى وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا

তা'আলা বলিয়াছেনঃ হে রাসূল! আমি আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছি এবং তাঁহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করিয়াছি।

وَّذُرِّيَّةً ط (৬) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ

(৬) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেনঃ হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যে

(৬) বোখারী, মোসলেম।

الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ - فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ

বিবাহ করিতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, উহা দৃষ্টিকে অবনত ও

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ - وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

লজ্জাস্থানকে পবিত্র রাখে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করিতে অক্ষম, সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা তাহার কামোত্তেজনাকে রহিত করে।

وِجَاءٌ - (৭) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ

(৭) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : সর্বাধিক বরকত সম্পন্ন বিবাহ উহাই

بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُنَةً - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ إِذَا

যাহাতে ব্যয় বাহুল্য নাই। (৮) হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন : যদি এমন কোনও

خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَّنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ -

লোক তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে যাহার দীনদারী ও স্বভাব চরিত্র তোমাদের মনঃপূত হয়, তবে তাহারই সহিত বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দাও।

إِنْ لَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ -

যদি তোমরা এরূপ না কর, তবে জগতে ব্যাপক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি

(৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ وُّلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ

হইবে। (৯) তিনি আরও এরশাদ করেন : যদি কাহারও সন্তান জন্মলাভ করে, তাহা হইলে তাহার উচিত সন্তানের ভাল নাম রাখা এবং তাহাকে আদব-

اسْمَهُ وَأَدَبَهُ - فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ - فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ

কায়দা শিক্ষা দেওয়া। অতঃপর যখন সে বালেগ হইবে তখন যেন তাহার বিবাহ সম্পন্ন করে। আর যদি বালেগ হওয়ার পর অকারণে বিবাহ না করান হেতু

(৭) বায়হাকী। (৮) তিরমিযী। (৯) বায়হাকী।

فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلٰى اَبِيْهِ - (١٠) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ

সে কোনও গোনাহ্‌র কাজ করিয়া বসে, তবে উহার গোনাহ্ তাহার পিতার উপর বর্তিবে। (১০) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়

الرَّجِيْمِ (١١) وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ

চাহিতেছি। (১১) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) তোমাদের স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যাহারা অবিবাহিত তাহাদের বিবাহ সমাধা কর আর তোমাদের যোগ্য ক্রীত

وَاِمَائِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط

দাস-দাসীদেরও। যদি তাহারা অর্থহীন দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করিয়া দিবেন।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ০

আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত উদার, সর্বজ্ঞ।

الخطبة الحادية عشر فى الكسب والمعاش

খোৎবা—১১

উপার্জন ও জীবিকা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ حَمْدَ مُوَحِّدٍ يَتَمَحَّقُ فِىْ تَوْحِيْدِهٖ

(১) সর্বপ্রকার প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমরা তাঁহার প্রশংসা করি এমন খাঁটী মুমিনের ন্যায় যাহার তওহীদ-বিশ্বাসের সম্মুখে এক মহাসত্য

مَاسِوَى الْوَاحِدِ الْحَقِّ وَيَتَلَاشٰى - (٢) وَنُمَجِّدُهٗ تَمْجِيْدَ مَنْ

ব্যতীত আর সবকিছুই নিশ্চিহ্ন ও বিলীন হইয়া যায়। (২) এবং আমরা

يُصَرِّحُ بِاَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَّاسِوَى اللّٰهِ بَاطِلٌ وَّلَايَتَحَاشٰى -

ঐ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করি, যে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, খোদাতা'আলা ব্যতীত আর সবকিছুই বাতেল ও ভিত্তিহীন।

(৩) وَنَشْكُرُهٗ اِذْ رَفَعَ السَّمَآءَ لِعِبَادِهٖ سَقْفًا مَّبْنِيًّا وَّمَهَّدَ

(৩) আমরা তাঁহার শোকর গোযারী করি, যেহেতু তিনি বান্দাদের জন্য আসমানকে ছাদরূপে উত্তোলিত করিয়াছেন এবং ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানারূপে সমতল করিয়া

الْاَرْضَ بِسَاطًا لَّهُمْ وَفِرَاشًا - (৪) وَكَوَّرَ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ

বিছাইয়া দিয়াছেন। (৪) তিনি ক্রমবিবর্তন সহকারে দিনের পর রাত্রি সৃষ্টি

فَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا - (৫) وَنَشْهَدُ اَنْ

করিয়াছেন। অতঃপর রাত্রিকে আবরণ এবং দিবসকে জীবিকা অর্জনের সময়রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। (৫) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন

لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا

মা'বূদ নাই। তিনি একক। তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ يَصْدُرُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَنْ حَوْضِهٖ

সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল, যাঁহার হাওযে কওসার হইতে পিপাসায় কাতর মুমিনগণ

رِوَآءً بَعْدَ وُرُوْدِهِمْ عَلَيْهِ عِطَاشًا - (৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى

পানি পান করত তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। (৬) আল্লাহ পাক

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ لَمْ يَدَّعُوْا فِىْ نُصْرَةِ دِيْنِهٖ تَشَمُّرًا

তাঁহার উপর তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর, যাঁহারা দ্বীনে মুহাম্মদ (দঃ)-এর সাহায্য কল্পে সর্বদা দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত ছিলেন, অজস্র

وَانْكِمَاشًا - وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - (٧) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ

ধারায় রহ্‌মত ও শান্তি বর্ষিত হউক। (৭) অতঃপর (জানিয়া)

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ

রাখুন) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ ফরযসমূহের পর হালাল রুযী অর্জন

بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ - (٨) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا اَكَلَ اَحَدٌ

করাও একটি ফরয। (৮) নবী করীম (দঃ) বলেন ঃ স্বহস্তে অর্জিত রুযী অপেক্ষা

طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ - (٩) وَقَالَ عَلَيْهِ

অধিক উত্তম খাদ্য আর কেহ কখনও খায় নাই। (৯) তিনি আরও এরশাদ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ

করেন ঃ সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ীগণ হাশরের দিন আম্বিয়া ছিদ্দীকীন ও

وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ - (١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

শহীদগণের সঙ্গে থাকিবে। (১০) হাবীবে খোদা এরশাদ করেন ঃ নিঃসন্দেহ,

اِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اٰجَرَ نَفْسَهٗ ثَمَانَ سِنِيْنَ اَوْ عَشْرًا عَلٰى

হযরত মূসা (আঃ) পবিত্রতার সহিত কেবল পান-ভোজনের বিনিময়ে আট

عِفَّةِ فَرْجِهٖ وَطَعَامِ بَطْنِهٖ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত নিজে মজদুরী করিয়াছেন। (১১) একদা রাসূলুল্লাহ্

لِرَجُلٍ اِذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

(দঃ) এক ব্যক্তিকে এরশাদ করিলেন ঃ যাও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া উহা বিক্রয় কর। অতঃপর হুযূর (দঃ) তাহাকে বলিলেন ঃ ক্বিয়ামতের দিন

(৭) বায়হাকী। (৮) বোখারী। (৯) তিরমিযী, দারমী, দারকুত্‌নী, ইবনে-মাজা। (১০) আহ্‌মদ, ইবনে-মাজা। (১১) আবুদাউদ, ইবনে-মাজা।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَجِيْءَ الْمَسْئَلَةُ نَكْبَةً فِىْ

তোমার চেহারায় ভিক্ষার দাগ সহ আসা অপেক্ষা ইহা তোমার জন্য

وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - (١٢) نَعَمْ يُؤْذَنُ فِىْ تَرْكِ الْكَسْبِ لِمَنْ

অনেক ভাল। (১২) হাঁ, তবে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি উপার্জন না করিলে যদি

كَانَ قَوِيًّا لَّا يُخِلُّ بِوَاجِبٍ بِتَرْكِهٖ - (١٣) فَقَدْ رُوِىَ اَنَّهٗ كَانَ

ওয়াজেব আদায়ে কোনরূপ ত্রুটী-বিচ্যুতি না হয়, তবে তাহাকে উপার্জন না করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। (১৩) বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর

اَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ

যামানায় দুই ভাই ছিল। তাহাদের একজন রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতে

اَحَدُهُمَا يَاْتِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ

হাযির হইত, অন্যজন উপার্জন করিত। একদা উপার্জনকারী রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর

فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ

খেদমতে তাহার ভাই-এর সম্পর্কে অভিযোগ করিলে হযরত (দঃ) ফরমাইলেন ঃ

تُرْزَقُ بِهٖ - (١٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - (١٥) فَاِنَّمَا

হয়ত তাহারই উছিলায় তুমি জীবিকাপ্রাপ্ত হইতেছ।(১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১৫) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ)

قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

নামায সম্পন্ন হইলে তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

রুযী অন্বেষণ কর। আর তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইবে।

(১৩) তিরমিযী

الخطبة الثانية عشر فى التوقى عن كسب الحرام

খোৎবা—১২

হারাম উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাকা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আঠালো শুক্না

صَلْصَالٍ - (٢) ثُمَّ رَكَّبَ صُوْرَتَهٗ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ وَّاَتَمِّ

ঠন্ঠনে মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।(২) অতঃপর তিনি তাহাকে অত্যন্ত

اعْتِدَالٍ - (٣) ثُمَّ غَذَاهُ فِىْٓ اَوَّلِ نُشُوْءِهٖ بِلَبَنٍ نِاسْتَصْفَاهُ مِنْ

সুন্দর আকৃতি ও সুঠাম দেহ অবয়বে গঠন করিয়াছেন। (৩) তৎপর তিনি তাহার জন্মের প্রথম অবস্থায় এমন দুগ্ধ দ্বারা তাহাকে খাদ্য দান করিয়াছেন

بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ سَائِغًا كَالْمَآءِ الزُّلَالِ - (٤) ثُمَّ حَمَاهُ بِمَآ اَتَاهُ

যাহা তিনি গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে সুস্বাদু বিশুদ্ধ পানির ন্যায় বাহির করিয়াছেন। (৪) তৎপর তিনি তাহাকে পবিত্র খাদ্য দান করত দুর্বলতা ও

مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ عَنْ دَوَاعِى الضُّعْفِ وَالْاِنْحِلَالِ - (٥) ثُمَّ

কৃশতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। (৫) অতঃপর তিনি তাহার উপর

افْتَرَضَ عَلَيْهِ طَلَبَ الْقُوْتِ الْحَلَالِ - (٦) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا

হালাল খাদ্য অর্জন করা ফরয করিয়া দিয়াছেন। (৬) আমরা সাক্ষ্য

اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোনও মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য প্রদান করি যে, নিশ্চয় আমাদের

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الْهَادِىْ مِنَ الضَّلَالِ - (৭) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি ভ্রান্তির পথ হইতে হেদায়তকারী। (৭) করুণাময় খোদা তাঁহার উপর, তাঁহার শ্রেষ্ঠতম

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ خَيْرِ اَصْحَابٍ وَّخَيْرِ اٰلٍ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا

পরিবারবর্গ ও শ্রেষ্ঠতম ছাহাবীগণের উপর অজস্র করুণাধারা ও শান্তি বর্ষণ

كَثِيْرًا - (৮) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

করুন। (৮) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেনঃ

وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শরাব (মদ্য), মৃত পশু, শূকর ও মূর্তি ক্রয়-বিক্রয়

وَالْاَصْنَامِ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ

হারাম করিয়াছেন। (৯) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেনঃ হাশরের দিন

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ - (১০) وَلَعَنَ

খোদাভীরু, নেককার, সত্যবাদী ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য সব ব্যবসায়ীকে নাফরমান শ্রেণীভুক্ত করিয়া উঠান হইবে। (১০) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ

ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদ দাতা, উহার লিখক এবং উহার সাক্ষীদ্বয়কে লা'নত

وَشَاهِدَيْهِ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا

করিয়াছেন। (১১) রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ত্রুটিযুক্ত মাল বিক্রয় করে এবং ক্রেতাকে উহা সম্পর্কে

(৮) বোখারী মোসলেম। (৯) তিরমিযী, ইবনে-মাজা, দারমী বায়হাকী। (১০) মোসলেম। (১১) ইবনে-মাজা।

لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ لَمْ يَزَلْ فِى مَقْتِ اللّٰهِ اَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهُ -

অবহিত না করে ঐ ব্যক্তি সদাসর্বদা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিপতিত থাকে, অথবা বলিয়াছেন ঃ ফেরেশতাগণ তাহার উপর সর্বদা অভিশাপ করে।

(١٢) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ

(১২) রাসূলে খোদা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমিও দখল করিবে, নিশ্চয়, কিয়ামতের দিন (তাহার গলদেশে

يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ - (١٣) وَلَعَنَ رَسُوْلُ

অনুরূপ) সাত তবক জমিন ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। (১৩) রাসূল (দঃ)

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ وَالرَّائِشَ

ঘুষ দাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ দালালের উপর লা'নত

يَعْنِى الَّذِىْ يَمْشِىْ بَيْنَهُمَا - (١٤) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

করিয়াছেন। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমরা প্রতারণামূলক

وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَصُرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ - (١٥) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

দালালী করিও না, উট ও বকরীর দুধ (ক্রেতাকে ধোকা দিবার জন্য) স্তনে আবদ্ধ

وَالسَّلَامُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ - (١٦) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ

রাখিও না। (১৫) রাসূলে-খোদা (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ধোকা দেয় সে আমার উম্মতের দলভুক্ত নহে। (১৬) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট

الرَّجِيْمِ - (١٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ

পানাহ্ চাহিতেছি। (১৭) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের সম্মতির সহিত ব্যবসায় ব্যতীত—একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে

(১২) বোখারী মোসলেম। (১৩) আহমদ, বায়হাকী। (১৪) বোখারী মোসলেম। (১৭) মোসলেম।

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

আত্মসাৎ করিও না এবং তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করিও না। নিশ্চয়,

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়াবান।

الخطبة الثالثة عشر فى حقوق العامة والخاصة

(খোৎবা—১৩

সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ غَمَرَ صَفْوَةَ عِبَادِهٖ بِلَطَائِفِ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য যিনি তাঁহার খাঁটী প্রেমিক

التَّخْصِيْصِ طَوْلًا وَّاِمْتِنَانًا - (২) وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ فَاَصْبَحُوْا

বান্দাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে বিশেষ করুণায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। (২) তিনি তাহাদের অন্তরে ভালবাসা দান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই

بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ط وَنَزَعَ الْغِلَّ مِنْ صُدُوْرِهِمْ فَظَلُّوْا فِى الدُّنْيَا

নেয়ামত লাভে তাহারা পরস্পর ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইয়াছে। তিনি তাহাদের অন্তর হইতে ঈর্ষাভাব দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন, ফলে তাহারা এজগতে পরস্পর

اَصْدِقَآءَ وَاَخْدَانًا - وَفِى الْاٰخِرَةِ رُفَقَآءَ وَخُلَّانًا - (৩) وَنَشْهَدُ

সত্যিকারের বন্ধু এবং পরকালে পরস্পরের সাথী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হইতে পারিয়াছে। (৩) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন

أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا

মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ (৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى

দিতেছি, নিশ্চয় আমাদের মহান নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা এবং তাঁহারই রাসূল। (৪) দয়াময় আল্লাহ তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَاقْتَدَوْا بِهٖ قَوْلًا وَّفِعْلًا

ছাহাবীদের উপর রহ্মত বর্ষণ করুন, যাঁহারা কথায়, কাজে, ন্যায় পরায়ণতায় ও

وَعَدْلًا وَّاِحْسَانًا ـ (৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلٰى حُقُوْقِ

সুষ্ঠুতায় (সর্ববিষয়ে) রাসূলুল্লাহর অনুকরণ ও অনুসরণ করিতেন। (৫) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির হক আদায় করা আল্লাহ্ তা'আলার

الْعَامَّةِ مِنْهُمْ وَالْخَاصَّةِ مِنْ اَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ ـ وَبِمُرَاعَاتِهَا

নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা। আর উহা রক্ষা করিয়া চলিলে ভ্রাতৃত্ব ও

تَصْفُوا الْاُخُوَّةُ وَالْاُلْفَةُ عَنْ شَوَائِبِ الْكُدُوْرَاتِ ـ (৬) وَقَدْ

ভালবাসা পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র থাকে। (৬) (এই জন্যই) আল্লাহ্ পাক এবং

نَدَبَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَيْهَا ـ (৭) فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تَقْتُلُوْٓا

তাঁহার রাসূল উহার দিকে উৎসাহিত করিয়াছেন। (৭) আল্লাহ্ পাক

اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط (৮) وَقَالَ تَعَالٰى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ

এরশাদ করেনঃ তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণকে অভাব-অনটনের ভয়ে হত্যা করিও না। (৮) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ মেয়েদের উপর

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص (৯) وَقَالَ تَعَالٰى وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

পুরুষদের যতটুকু অধিকার আছে নিয়ম মাফিক পুরুষদের উপর মেয়েদেরও ততটুকু অধিকার আছে। (৯) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেনঃ তোমরা

وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى

পিতামাতার প্রতি এহসান করিও ; আর আত্মীয়বর্গ, এতীম, মিসকীন, নিকটস্থ

وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا

ও দূরের প্রতিবেশী, সহগামী, মোসাফের ও তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের

مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط (١٠) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

প্রতিও এহসান করিও। (১০) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ এক মু'মিন

وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ - يَعُوْدُهٗ اِذَا مَرِضَ

বান্দার উপর আর এক মু'মিন বান্দার ছয়টি হক্ আছে ঃ পীড়িতের সেবা করিবে,

وَيَشْهَدُهٗ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهٗ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهٗ

মৃতের জানাযায় উপস্থিত হইবে, দাওয়াত করিলে উহা কবূল করিবে,

وَيُشَمِّتُهٗ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهٗ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ - (١١) وَقَالَ

সাক্ষাৎ হইলে সালাম দিবে, হাঁচি দিলে "ইয়ার্‌হামু-কাল্লাহ" বলিয়া হাঁচির জওয়াব দিবে। উপস্থিতে হউক বা অনুপস্থিতে তাহার মঙ্গল কামনা

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ -

করিবে। (১১) রাসূলে-খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না।

(١٢) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ

(১২) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ (দুনইয়ার) সমস্ত মু'মিন একই

اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اشْتَكٰى كُلُّهٗ وَاِنِ اشْتَكٰى رَاْسُهٗ اشْتَكٰى

ব্যক্তির ন্যায়। যদি তাহার চোখে ব্যথা হয়, তবে সর্বাঙ্গে উহার ব্যথা অনুভব করে। আবার মাথায় ব্যথা হইলে সমস্ত শরীরেই উহা অনুভব

كُلُّهُ - (١٣) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ

করে। (সুতরাং পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করা উচিত।)
(১৩) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ (হে আমার উম্মতগণ!) তোমরা

الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ - وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا

সন্দেহ পোষণ হইতে বিরত থাকিও। কেননা, সন্দেহই সর্বাধিক মিথ্যা।
আর তোমরা নিজে কাহারও দোষ অনুসন্ধান করিও না এবং অন্যের নিকট হইতেও

وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ

পরের দোষ তালাশ করিও না, ধোকাপূর্বক দালালী করিও না, তোমরা একে
অন্যের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করিও না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন

اِخْوَانًا - (١٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٥) وَاِنَّكَ

করিও না; তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা, ভাই ভাই হইয়া থাকিও।
(১৪) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি ঃ (১৫) (আল্লাহ্ পাক

لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ط ٥

এরশাদ করেন, হে রাসূল!) নিশ্চয় আপনি মহৎ চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।

الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ عَشَرَ فِى تَرْجِيْحِ الْوَحْدَةِ عَنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ

খোৎবা—১৪

কুসংসর্গ অপেক্ষা নির্জন বাস উত্তম

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعْظَمَ النِّعْمَةَ عَلٰى خِيَرَةِ خَلْقِهٖ

(১) যাবতীয় তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার নিমিত্ত—যিনি তাঁহার সৃষ্টি সেরা

وَصَفْوَتِهٖ - بِاَنْ صَرَفَ هِمَمَهُمْ اِلٰى مُوَانَسَتِهٖ - وَرَوَّحَ اَسْرَارَهُمْ

এবং প্রিয় বান্দাগণকে এই বিরাট নেয়ামত দান করিয়াছেন যে, উহাদের মনের

بِمُنَاجَاتِهٖ وَمُلَاطَفَتِهٖ - (২) حَتّٰى اخْتَارَ الْعُزْلَةَ كُلُّ مَنْ

গতি তাঁহারই বন্ধুত্বের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহাদের অন্তরে নির্জনে মুনাজাত ও যিক্‌রের স্বাদ প্রদান করিয়াছেন। (২) এমন কি, (যাঁহাদের

طُوِيَتِ الْحُجُبُ عَنْ مَجَارِيْ فِكْرَتِهٖ - (৩) فَاسْتَانَسَ بِمُطَالَعَةِ

মা'রেফত সম্পর্কে) চিন্তার পথ হইতে পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা প্রত্যেকেই নির্জনবাস এখ্‌তিয়ার করিয়াছেন। (৩) অতঃপর তিনি নির্জনবাস

سُبُحَاتِ وَجْهِهٖ تَعَالٰى فِيْ خَلْوَتِهٖ - وَاسْتَوْحَشَ بِذٰلِكَ

অবস্থাতে তাহাদিগকে স্বীয় নূরের তাজাল্লী দর্শনে বিভোর করিয়া দিয়াছেন।

عَنِ الْاِنْسِ بِالْاُنْسِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَخَصِّ خَاصَّتِهٖ - (৪) وَنَشْهَدُ اَنْ

আর অন্যান্য লোকের সহিত যদিও সে একান্ত আপন হয় সংশ্রব ও মেলা-মেশা অপ্রিয় করিয়া দিয়াছেন। (৪) আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত

لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا

অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ سَيِّدِ اَنْبِيَائِهٖ وَخِيَرَتِهٖ (৫) صَلَّى اللّٰهُ

সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। তিনি নবীদের সরদার এবং মানব জগতের শ্রেষ্ঠ। (৫) আল্লাহ্

عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحَابَتِهٖ سَادَةِ الْخَلْقِ وَاَئِمَّتِهٖ - (৬) اَمَّا بَعْدُ

তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহ্‌মত বর্ষণ করুন যাঁহারা মানব জাতির সরদার ও নেতা। (৬) অতঃপর (জানিয়া

فَقَدِ اخْتَلَفُوْا فِى الْعُزْلَةِ وَالْمُخَالَطَةِ وَتَفْضِيْلِ اِحْدٰهُمَا عَلَى

রাখুন) নির্জন বাস অবলম্বন ও লোক সমাজে মিলিয়া মিশিয়া চলা এবং

الْاُخْرٰى - وَالْحَقُّ اَنَّ ذٰلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْاَحْوَالِ اَمْنًا

উহার একটি অপরটি অপেক্ষা ভাল হওয়া সম্পর্কে আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। (কিন্তু) আসল সত্য এই যে. শান্তি ও অশান্তির দিক দিয়া

وَّفِتْنَةً - وَالْاَشْخَاصِ ضُعْفًا وَّقُوَّةً - وَالْجُلَسَاءِ صَلَاحًا وَّمَضَرَّةً -

অবস্থার পরিবর্তনের এবং লোকের মনোবল ও দুর্বলতা সহচরদের সৎ ও অসৎ

(৭) فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ الْفِتَنِ -

হওয়া হিসাবে উহার হুকুম বিভিন্ন হইয়া থাকে। (৭) একদা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কতক ফেৎনা-ফাসাদের কথা আলোচনা করিলেন। তখন ছাহাবায়ে কেরাম

وَقَالُوْا فَمَا تَاْمُرُنَا قَالَ فَكُوْنُوْا اَحْلَاسَ بُيُوْتِكُمْ - (৮) وَقَالَ

আরয করিলেন ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !) ঐ সময়ের জন্য আপনি আমাদিগকে কি নির্দেশ দেন ? তিনি ফরমাইলেন ঃ তখন তোমরা ঘরের চট হইয়া থাকিও (অর্থাৎ,

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ

ঘর হইতে বাহির হইও না)। (৮) নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ শীঘ্রই এমন এক সময় আসিবে যখন মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইবে বক্‌রী। ফেৎনা হইতে

يَّتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ -

নিজ ধর্ম বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে সে উহা নিয়া পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টিপাতের

(৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِى الْفِتَنِ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ

স্থানের দিকে পলাইয়া ফিরিবে। (৯) প্রিয় রাসূল (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ - قِيْلَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَّلَا اِمَامٌ -

ফেৎনার যুগে তোমরা মুসলমানদের জামাত ও তাহাদের ইমামের সঙ্গ আঁকড়াইয়া থাকিও। জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি তাহাদের কোনও জামাত বা ইমাম না

(৭) আবু দাউদ ও তিরমিযী। (৮) মালেক, বোখারী, আবু দাউদ ও নাসায়ী।
(৯) বোখারী, মুসলেম ও আবু দাউদ।

قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا - (١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

থাকে ? তিনি ফরমাইলেনঃ তাহা হইলে সমস্ত দল হইতে পৃথক থাকিও। (১০) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও এরশাদ করেনঃ অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গলাভ

وَالسَّلَامُ اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ

অপেক্ষা একা থাকা অনেক ভাল। আর একা থাকা অপেক্ষা সৎসঙ্গীদের

خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ - (١١) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

সাহচর্য লাভ করা অতি উত্তম। (১১) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র

(١٢) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا

আশ্রয় চাহিতেছি। (১২) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, মূসা (আঃ) আরয করিলেনঃহে পরওয়ারদেগার! আমি ও আমার ভাই ব্যতীত আর কাহারও

وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ٥

উপর আমার অধিকার নাই; সুতরাং আপনি আমাদের ও ফাসেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়ছালা (ব্যবধান) করিয়া দিন।

الخطبة الخامسة عشر فى فضل السفر لداعيه وبعض آدابه

খোৎবা—১৫

প্রয়োজনে সফরের ফযীলত ও উহার আদব সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَتَحَ بَصَائِرَ اَوْلِيَائِهٖ بِالْحِكَمِ وَالْعِبَرِ -

(১) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই নিমিত্ত যিনি হেক্‌মত ও নছীহত দ্বারা তাঁহার আওলিয়াগণের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত করিয়া দিয়াছেন।

(১০) বায়হাকী।

(২) وَاسْتَخْلَصَ هِمَمَهُمْ لِمُشَاهَدَةِ صُنْعِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ -

(২) তিনি স্বদেশে বিদেশে স্বীয় কার্যলীলা দর্শনের এবং দৃষ্ট বস্তুসমূহ হইতে

وَالْاِعْتِبَارِ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْبَصَرُ - (৩) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

তাহাদের নছীহত হাছিলের সংকল্পকে খাঁটি করিয়া লইয়াছেন। (৩) আমরা

وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَيِّدُ

সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, আল্লাহ্ তাঁআলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দেই, হযরত মুহম্মদ (দঃ)

الْبَشَرِ - (৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُقْتَفِيْنَ

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি মানব জাতির প্রধান। (৪) আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবার বর্গ ও ছাহাবীগণের উপর রহ্‌মত ও অশেষ শান্তি

بِهٖ فِي الْاَخْلَاقِ وَالسِّيَرِ - وَسَلَّمَ كَثِيْرًا - (৫) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الشَّرْعَ

বর্ষণ করুন, যাঁহারা সর্বদা রাসূলের মহৎ চরিত্র ও জীবনাদর্শ অনুকরণ করিতেন। (৫) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) শরীঅত সাধারণতঃ অবস্থা বিশেষে সফরের

قَدْ اَذِنَ فِي السَّفَرِ - اَوْ اَمَرَ بِهٖ اِذَا دَاعَا اِلَيْهِ مُقْتَضٍ مُّبَاحٌ

অনুমতি দিয়াছে, আবার প্রয়োজনের তাকীদে সফরের নির্দেশও দিয়াছে।

اَوْ وَاجِبٌ وَّضَعَ لَهُ مَسَائِلَ - وَذَكَرَ لَهُ فَضَائِلَ - (৬) فَقَدْ

শরীঅত উহার বিভিন্ন নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছে এবং উহার ফযীলতও বর্ণনা করিয়াছে। (৬) (এই মর্মে) আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ

তাঁআলা ও তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করণার্থে ঘর হইতে বাহির হয়,

وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ

অতঃপর (পথিমধ্যেই) মৃত্যু ঘটে, তাহার পুরস্কার আল্লাহ্ পাকের যিম্মায়

اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (৭) وَقَالَ تَعَالٰى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى

বর্তে। আর আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী ও করুণাময়। (৭) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে যদি কেহ (রমযান মাসে)

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ - (৮) وَقَالَ تَعَالٰى وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى

পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তবে সে যেন অন্য সময় উহা পুরা করে। (৮) আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন: যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে

اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا اَلْاٰيَةَ -

থাক, (অথবা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাক কিংবা স্ত্রীগমন করিয়া থাক এবং

(৯) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ

পানি না পাও) তবে পাক মাটিতে তায়াম্মুম করিও। (৯) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি ওহী নাযিল করিয়াছেন;

اَنَّهٗ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهٗ طَرِيْقًا

যে ব্যক্তি এল্‌মেদীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে পথ চলে, আমি তাহার জন্য বেহেশ্‌তের

اِلَى الْجَنَّةِ - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ رَجُلًا زَارَ اَخًا

পথ সহজ করিয়া দেই। (১০) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন: এক ব্যক্তি তাহার এক (মুসলমান) ভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে অন্য এক

لَّهٗ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهٗ عَلٰى مَدْرَجَتِهٖ مَلَكًا - قَالَ

বস্তীর দিকে গমন করে, আল্লাহ্ পাক তাহার গমন পথে এক ফেরেশ্‌তা প্রতীক্ষায়

اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِّىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ - قَالَ هَلْ

রাখিলেন। ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কোথায় যাইতেছ? লোকটি বলিল, এই বস্তীতে আমার এক ভাই-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি।

(৯) বায়হাকী। (১০) মোসলেম।

لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا - قَالَ لَا غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهٗ فِى اللّٰهِ -

ফেরেশ্‌তা বলিলেন, তাহার প্রতি তোমার কোনও দান আছে কি, যাহা তুমি বৃদ্ধি করিতে চাও। লোকটি বলিল, না, তবে এই জন্য যে, আমি তাহাকে

قَالَ فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালবাসি। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, আমি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হইতে তোমাকে এই সংবাদ দিতে আসিয়াছি যে, তুমি যেমন ঐ ব্যক্তিকে

اَحْبَبْتَهٗ فِيْهِ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালবাস, তদ্রূপ আল্লাহ্ তাঁআলাও তোমাকে ভালবাসেন। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও এরশাদ করেন ঃ সফর আযাবের একটি

مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهٗ وَطَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ فَاِذَا قَضٰى

অংশ, উহা তোমাদিগকে নিদ্রা ও পানাহার হইতে বিরত রাখে। সুতরাং

نَهْمَتَهٗ مِنْ وَّجْهِهٖ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهٖ - (১২) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ

যখন তাহার প্রয়োজন শেষ হইয়া যায় তখন সে যেন তাহার পরিবারবর্গের নিকট যথাশীঘ্র ফিরিয়া আসে। (১২) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র

الرَّجِيْمِ - (১৩) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ

আশ্রয় চাহিতেছি। (১৩) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) তোমরা উহাদের মত হইও না যাহারা দম্ভ ভরে ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হয়

النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

এবং (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিরত রাখে। আল্লাহ্ তাঁআলা তাহাদের কার্যকলাপ অবগত আছেন।

(১১) বোখারী, মোসলেম।

الخطبة السادسة عشر فى الردع عن الغناء المحرم واستماعه

(খোৎবা —১৬)

নাজায়েয গান করা ও উহা শুনার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَهَانَا عَنِ الْمَلَاهِىْ - اَلَّتِىْ تَجُرُّ اِلَى

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদিগকে এরূপ

الْمَعَاصِىْ وَالْمَنَاهِىْ - (٢) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

ক্রীড়া-কৌতুক হইতে নিষেধ করিয়াছেন যাহা পাপ ও অন্যায় কাজের দিকে প্রলুব্ধ করে। (২) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত

لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই, আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহম্মদ (দঃ)

(٣) اَلَّذِىْ طَهَّرَنَا مِنَ الْاَرْجَاسِ الْجَاهِىِّ مِنْهَا وَالْبَاهِىِّ -

তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৩) যিনি আমাদিগকে আত্মগৌরব ও ক্রীড়া কৌতুকের অপবিত্রতা (ও মলিনতা) হইতে পবিত্র করিয়াছেন এবং যিনি

وَنَجَّانَا مِنَ الْفِتَنِ وَالدَّوَاهِىْ - (٤) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى

আমাদিগকে ফেৎনা ও মুছিবত হইতে বাঁচাইয়াছেন। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ نَسْتَكْمِلُ بِهِمْ وَنُبَاهِىْ - صَلٰوةً وَسَلَامًا

তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর যাঁহাদের অছীলায় আমরা (ধর্মে) পূর্ণতা লাভ ও গৌরব করিতে পারি। অসংখ্য ও অগণিত রহমত

يَفُوْتَانِ الْحَصْرَ وَالتَّنَاهِىْ - (٥) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الَّذِيْنَ وَقَفُوْا

ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৫) অতঃপর (অবগত হউন)

دُوْنَ الْحُدُوْدِ فِى الْغِنَاءِ حَسْبَ مَاكَشَفَ عَنْهُ الْغِطَاءَ -

যাঁহারা সঙ্গীত সম্পর্কে মুহাক্কেক পুণ্যবান ও আলেমগণের বর্ণিত সীমা অতিক্রম

اَلْمُحَقِّقُوْنَ مِنَ الْعَارِفِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ - لَالَوْمَ عَلَيْهِمْ وَلَاعَنَاءَ -

না করেন তাঁহাদের প্রতি কোনও প্রকার নিন্দা ও ভৎর্সনা নাই।

(٦) لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْعَامَّةِ وَبَعْضًا مِّنَ الْخَاصَّةِ قَدْ جَاوَزُوْهَا

(৬) কিন্তু অধিক সংখ্যক জনসাধারণ ও কতিপয় বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক ঐ সীমা

اِلٰى حَدِّ الْاِلْهَاءِ - (٧) وَاتَّبَعُوْا فِيْهِ الْاَهْوَاءَ - وَاَوْقَعُوْا اَنْفُسَهُمْ

অতিক্রম করিয়া ক্রীড়া-কৌতুকের অবৈধ সীমায় পৌঁছিয়াছে। (৭) উহাতে

فِى الدَّهْمَاءِ - وَلَمْ يَرَوْا اَنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ الْغِنَاءِ - كَمَا قَالَ

তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াছে এবং নিজদিগকে বিপদে ফেলিয়াছে।

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ

আর তাহারা ভাবিয়াও দেখে নাই যে, এরূপ গান হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর

كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ بِالنَّمَاءِ - (٨) وَمَعَ ذٰلِكَ ظَنُّوْا بِمَنْ

এরশাদ অনুযায়ী মানুষের অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি করে যেরূপ পানি জমীনে শস্য উৎপন্ন করে। (৮) এতদ সত্ত্বেও যাহারা ঐরূপ গান করে তাহাদিগকে তাহারা

يَّفْعَلُ ذٰلِكَ اَنَّهُمْ مِّنَ الْاَوْلِيَاءِ - (٩) وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ওলী-আল্লাহ মনে করে। (অথচ) (৯) রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমরা

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَاتَشْتَرُوْهُنَّ

গায়িকা বিক্রয় করিও না এবং উহাদিগকে ক্রয়ও করিও না। উহাদের মূল্য

(৭) বায়হাকী। (৯) আহ্‌মদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা।

وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ - وَفِىْ مِثْلِ هٰذَا اُنْزِلَتْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

হারাম। ঠিক ইহারই অনুরূপ আয়াত নাযিল হইয়াছে, 'অনেক লোক আল্লাহ্‌র

يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

কোরআন হইতে বিরতকারী গানের বস্তু ক্রয় করিয়া থাকে।' (১০) রাসূলে

اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ - وَاَمَرَنِىْ

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাকে সমগ্র বিশ্বের শান্তি স্বরূপ এবং জগতের পথ প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার প্রভু

رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْاَوْثَانِ وَالصَّلِيْبِ

আমাকে কৌতুকাবহ সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তি, ক্রস (খৃষ্টানদের প্রতীক)

وَاَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ - اَلْحَدِيْثَ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

ও অজ্ঞ যুগের সমস্ত কার্য-কলাপ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার আদেশ করিয়াছেন। (১১) রাসূলে-খোদা (দঃ) কিয়ামতের আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে

فِىْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ - وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ - اَلْحَدِيْثَ -

ফরমাইয়াছেন ঃ (এক সময়) গায়িকা ও কৌতুকাবহ সাজ-সরঞ্জাম বাহির হইবে।

(১২) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৩) اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

(১২) মরদুদ শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। (১৩) (আল্লাহ্ পাক

تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ○

বলেন ঃ) এই কোরআন শুনিয়া কি তোমরা আশ্চর্য বোধ কর? এবং হাস? আর তোমরা ক্রন্দন কর না? আর তোমরা ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত রহিয়াছ!

(১০) আহ্‌মদ। (১১) তিরমিযী।

الخطبة السابعة عشر فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بشرط القدرة

খোৎবা – ১৭

সাধ্যানুযায়ী সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىَ عَنِ

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি 'সৎকাজের প্রতি

الْمُنْكَرِ الْقُطْبَ الْاَعْظَمَ فِى الدِّيْنِ - وَبَعَثَ لَهُ النَّبِيِّيْنَ اَجْمَعِيْنَ -

নির্দেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করণকে ধর্মের সর্বাধিক বড় ধ্রুবতারা (অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) রূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি

(٢) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنَّ

সকল নবীদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন

سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (٣) اَلَّذِىْ بَلَّغَ مَا اُنْزِلَ

শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৩) যিনি

اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (٤) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ

তাঁহার প্রভু ও সমগ্র জগতের প্রভুর তরফ হইতে অবতীর্ণ কিতাবের তবলীগ করিয়াছেন। (৪) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ

وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَصْدَعُوْنَ بِالْحَقِّ - وَلَا يَخَافُوْنَ فِى اللّٰهِ

ও ছাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যাঁহারা (সর্বদাই) সত্যকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন এবং যাঁহারা আল্লাহ্র কাজে কখনও নিন্দুকের নিন্দার ভয়

لَوْمَةَ لَائِمٍ - (٥) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ

করিতেন না। (৫) অতঃপর (শুনুন) আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে

أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

এরূপ একটি দল হওয়া উচিত যাহারা মানুষকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে এবং তাহাদিগকে সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিবে, তাহারাই

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (৬) وَقَالَ تَعَالَى لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ

হইবে সফলকাম। (৬) আল্লাহ্ পাক আরও বলেন: আল্লাহ্‌ওয়ালা ও ধর্মভীরুগণ

وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ - لَبِئْسَ مَا كَانُوا

কেন তাহাদিগকে তাহাদের অন্যায় কথাবার্তা ও হারাম দ্রব্য ভক্ষণ হইতে নিষেধ

يَصْنَعُونَ - (৭) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى

করে না? নিশ্চয় তাহাদের ঐ সব কার্যকলাপ অত্যন্ত মন্দ। (৭) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যদি তোমাদের মধ্যে কেহ কাহাকেও

مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ - فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ - فَإِنْ لَمْ

অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখে, তবে যেন হাত দ্বারা উহা পরিবর্তন করে বা বাধা দেয়। যদি উহাতে সক্ষম না হয়, তবে মুখে নিষেধ করিবে, যদি তাহাও না পারে,

يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ - وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

তবে অন্তরে (যেন তাহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে), ইহাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। (৮) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন: যে সম্প্রদায়ের মধ্যে (কিছু সংখ্যক)

وَالسَّلَامُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى

লোক গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত হয়, অতঃপর অবশিষ্ট লোক উহা পরিবর্তন (সংশোধন) করিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাহা না করে, আল্লাহ্ পাক কর্তৃক

أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ -

ঐ সম্প্রদায়ের সকলের উপর যথাশীঘ্র আযাব নাযিল করিবার আশঙ্কা আছে।

(৭) মোসলেম। (৮) আবু দাউদ।

اَىْ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا كَمَا فِىْ رِوَايَةٍ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

অন্য এক রেওয়ায়তে মৃত্যুর পূর্বে নাযিল হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। (৯) নবী

وَالسَّلَامُ اِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِى الْاَرْضِ - مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا

করীম (দঃ) এরশাদ করেনঃ যখন পৃথিবীতে কোন অন্যায় কাজ করা হয়, তখন যে ব্যক্তি ঐ স্থানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উহা ঘৃণা করে, সে ব্যক্তি

كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا - وَمَنْ غَابَ فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا -

এরূপ যেন সে উহা হইতে দূরে ছিল। আর যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও উক্ত গোনাহ্র কাজের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকে, সে এরূপ যেমন তথায় উপস্থিত

(১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلٰى

ছিল। (১০) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত

جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا -

জিব্রায়ীল (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠাইলেন—অমুক অমুক শহরকে উহার

فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَّمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ -

বাসিন্দাসহ ওলট্পালট্ করিয়া দাও। জিব্রায়ীল (আঃ) আরয করিলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! উহাদের মধ্যে আপনার অমুক বান্দা রহিয়াছে, যে মুহূর্তকালও

قَالَ فَقَالَ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ - فَاِنَّ وَجْهَهٗ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِىَّ

আপনার নাফরমানীতে লিপ্ত হয় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেনঃ তখন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করিলেনঃ শহরটিকে তাহার এবং ঐ সকল লোকদের উপর

سَاعَةً قَطُّ - (১১) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

উল্টাইয়া দাও, কারণ ক্ষণকালও আমার জন্য তাহার চেহ্রার পরিবর্তন হয় নাই। (১১) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র পানাহ্ চাহিতেছি।

(৯) আবুদাউদ। (১০) বায়হাকী। (১১) ইব্নে-মাজা।

(১২) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ○

(১২) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ হে নবী !) আপনি ক্ষমা নীতি অবলম্বন করুন এবং (লোকদিগকে) সৎকাজের নির্দেশ দিন ও জাহেলদের হইতে বিরত থাকুন।

الخطبة الثّامنة عشر فى آداب المعاشرة كون الأخلاق النّبوية مدارا فيها

খোৎবা—১৮

নবী-চরিত্রের ভিত্তিতে সামাজিক জীবনযাপন পদ্ধতি

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَأَحْسَنَ خَلْقَهٗ وَتَرْتِيْبَهٗ -

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের নিমিত্ত যিনি সবকিছু

(২) وَأَدَّبَ نَبِيَّهٗ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهٗ -

সুন্দররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সুশৃঙ্খলভাবে রাখিয়াছেন। (২) তিনি তাঁহার নবী মুহম্মদ (দঃ)কে উত্তমরূপে আদব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব ও

وَزَكّٰى أَوْصَافَهٗ وَأَخْلَاقَهٗ فَاتَّخَذَهٗ صَفِيَّهٗ وَحَبِيْبَهٗ - (৩) وَوَفَّقَ

গুণাবলী পবিত্র করত তাঁহাকে আপন দোস্ত ও খাঁটী বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। (৩) যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা চরিত্রবান করিতে ইচ্ছা করেন

لِلْاِقْتِدَاءِ بِهٖ مَنْ أَرَادَ تَهْذِيْبَهٗ - وَحَرَّمَ عَنِ التَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهٖ مَنْ

তাহাকে হযরতের আখলাকের অনুসরণ করিবার তওফীক দেন, আর যাহাকে

أَرَادَ تَخْيِيْبَهٗ - (৪) وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

ব্যর্থকাম করিতে চান তাহাকে হযরতের চরিত্রে চরিত্রবান হইতে বঞ্চিত রাখেন। (৪) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ

وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ بُعِثَ

নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি

لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যাঁহাকে মহান চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার

اَلَّذِيْنَ هَذَّبُوْا اَهْلَ الْاَقْطَارِ وَالْاٰفَاقِ - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَهٰذِهٖ

পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর করুণা বর্ষণ করুন যাঁহারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছেন। (৬) অতঃপর (শুনুন) এখানে রাসূলে খোদার (দঃ) উত্তম

جُمْلَةٌ يَّسِيْرَةٌ مِّنْ حُسْنِ مُعَاشَرَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَقْتَفِىَ

জীবনযাপন পদ্ধতির কয়েকটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করা হইতেছে যাহাতে তাঁহার

بِهٖ اُمَّتُهٗ وَتَحُوْزَ النِّعَمَ - (৭) فَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উম্মতগণ তাঁহার নীতি অবলম্বন করিয়া অশেষ নেয়ামত হাছিল করিতে পারে।

اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ - (৮) وَمَا ضَرَبَ

(৭) নবী-করীম (দঃ) ছিলেন, সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সমধিক দাতা ও সর্বাধিক বীরপুরুষ

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهٖ وَلَا امْرَأَةً وَّلَا خَادِمًا اِلَّا

(৮) রাসূলে পাক (দঃ) জীবনে কখনও কাহাকেও নিজ হাতে একটি আঘাতও করেন নাই; না কোন স্ত্রীলোককে, না কোন খাদেমকে। হাঁ, তবে আল্লাহ্‌র পথে

اَنْ يُّجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (৯) وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

জেহাদকালে কাহারও আঘাত পাওয়ার কথা স্বতন্ত্র। (৯) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বেচ্ছায়

(৭) বোখারী, মোসলেম (৮) মোসলেম (৯) তিরমিযী

فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَحِّشًا وَّلَا سَخَّابًا فِى الْاَسْوَاقِ - وَلَا يَجْزِىْ بِالسَّيِّئَةِ

কিংবা অনিচ্ছায় জীবনে কখনও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। তিনি বাজারে কখনও চিল্লাইয়া কথা বলিতেন না এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ কখনও অন্যায়ের

السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ - (١٠) وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَعُوْدُ

দ্বারা লইতেন না; বরং তিনি ক্ষমা করিয়া দিতেন এবং এড়াইয়া যাইতেন।

الْمَرِيْضَ وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ - اَلْحَدِيْثَ -

(১০) রাসূলে পাক (দঃ) পীড়িতকে দেখাশুনা করিতেন, জানাযায় শামিল হইতেন

(١١) وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَخْصِفُ نَعْلَهٗ وَيَخِيْطُ ثَوْبَهٗ

এবং ক্রীতদাসদেরও দাওয়াত কবূল করিতেন। (১১) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজের

وَيَعْمَلُ فِىْ بَيْتِهٖ وَيَفْلِىْ ثَوْبَهٗ وَيَحْلُبُ شَاتَهٗ وَيَخْدِمُ نَفْسَهٗ -

জুতা নিজে সেলাই করিতেন, নিজের কাপড় নিজে সেলাই করিতেন, নিজের ঘরের কাজকর্ম নিজে করিতেন, নিজ কাপড়ে উকুন বাছিতেন, নিজের বকরী

(١٢) وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ طَوِيْلَ الصَّمْتِ - (١٣) وَقَالَ

নিজে দোহন করিতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করিতেন। (১২) নবী করীম (দঃ)

اَنَسٌ خَدَمْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ

বেশীর ভাগ নীরব থাকিতেন। (১৩) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি দশ বৎসরকাল রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি,

لِىْ اُفٍّ وَّلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا اَلَّا صَنَعْتَ - (١٤) وَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ

কিন্তু কোন দিন তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নাই। (এমন কি,) 'এটা কেন করিয়াছ এবং ওটা কেন কর নাই' এতটুকু কথাও তিনি বলেন নাই।

(১০) ইবনে-মাজা, বায়হাকী (১১) তিরমিযী . (১২) শরহে-সুন্নাহ
(১৩) বোখারী, মোসলেম (১৪) মোসলেম।

اللّٰهِ اُدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اِنِّىْ لَمْ اُبْعَثْ لَعَّانًا وَّاِنَّمَا

(১৪) কেহ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে আরয করিল—ইয়া-রাসূলাল্লাহ্! আপনি মুশ্‌রেকদের প্রতি বদ-দোঁআ করুন। হুযূর (দঃ) বলিলেন ঃ আমি অভিশাপ

بُعِثْتُ رَحْمَةً - (১৫) وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَشَدَّ حَيَاءً

প্রদানের জন্য প্রেরিত হই নাই; বরং আমাকে রহমত স্বরূপ পাঠান হইয়াছে। (১৫) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) পরদানশীন কুমারী-কন্যা অপেক্ষাও সমধিক লজ্জাশীল

مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا فَاِذَا رَاٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِىْ

ছিলেন। সুতরাং কোন কাজ তাঁহার নযরে অপছন্দনীয় হইলে আমরা উহা

وَجْهِهٖ - وَتَمَامُهٗ فِىْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ - (১৬) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

তাঁহার চেহ্‌রা মুবারক হইতে বুঝিয়া নিতাম। —ইহার পূর্ণ বিবরণ হাদীসের কিতাবাদিতে রহিয়াছে। (১৬) মরদূদ শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৭) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ০

চাহিতেছি। (১৭) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ হে নবী!) নিশ্চয়, আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

الخطبة التاسعة عشر فى اصالة اصلاح الباطن

(খোৎবা—১৯)

এছলাহে বাতেন সম্পর্কে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُطَّلِعِ عَلٰى خُفِيَّاتِ السَّرَائِرِ - اَلْعَالِمِ (১)

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই যিনি অন্তরের

(১৫) বোখারী, মোসলেম।

بِمَكْنُوْنَاتِ الضَّمَائِرِ - مُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ - وَغَفَّارِ الذُّنُوْبِ - (২) وَاَشْهَدُ

গোপন রহস্যসমূহের সংবাদ রাখেন, অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কেও খবর রাখেন, মনের পরিবর্তন ঘটান এবং পাপের অতীব ক্ষমাকারী। (২) আমি সাক্ষ্য দিতেছি

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাইয়্যেদেনা মাওলানা

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (৩) سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَجَامِعُ شَمْلِ الدِّيْنِ -

হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৩) তিনি রাসূলগণের সরদার

وَقَاطِعُ دَابِرِ الْمُلْحِدِيْنَ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ

ধর্মের বিভেদকে একসূত্রে আবদ্ধকারী এবং মুলহেদ কাফেরদের মূলোৎপাটনকারী। আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর, তাঁহার পূত পবিত্র পরিবারবর্গের উপর অজস্র ধারায়

الطَّاهِرِيْنَ - وَسَلَّمَ كَثِيْرًا - (৪) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ كَوْنَ اِصْلَاحِ السَّرَائِرِ

রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। (৪) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) পবিত্র ক্বোরআন ও

دِعَامَةً لِّاِصْلَاحِ الظَّوَاهِرِ - مِمَّا نَطَقَ بِهِ الْقُرْاٰنُ - وَسُنَّةُ رَسُوْلِ

জিন-ইনসানের রাসূলের পবিত্র সুন্নাহ্ অনুযায়ী অন্তরের সংশোধন বাহ্যিক

الْاِنْسِ وَالْجَانِّ - (৫) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلٰكِنْ قُوْلُوْا

সংশোধনের স্তম্ভ স্বরূপ। (৫) আল্লাহ্ পাক (মুনাফেকদেরে—যেহেতু তাহারা অন্তরের সহিত তওহীদে বিশ্বাসী নহে) বলেনঃ (তোমরা ঈমানের দাবী করিতে

اَسْلَمْنَا - (৬) وَقَالَ تَعَالٰى فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ

পার না।) বরং বল, আমরা (বাহ্যিকভাবে) মুসলমান হইয়াছি। (৬) আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেনঃ (সত্যে নির্বোধদের) চক্ষু অন্ধ হয় নাই; বরং

تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ - (৭) وَقَالَ تَعَالٰى وَنَفْسٍ

তাহাদের বক্ষস্থিত অন্তরসমূহ অন্ধ হইয়া গিয়াছে। (৭) আল্লাহ্ পাক আরও

وَّمَا سَوّٰىهَا - فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا -

এরশাদ করেন ঃ জীবনের কসম, আর কসম তাঁহার যিনি উহাকে সুষ্ঠুরূপ দান করিয়াছেন। অতঃপর উহাকে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিয়াছেন।

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا - وَغَيْرُهَا مِنَ الْاٰيَاتِ - (৮) وَقَالَ رَسُوْلُ

নিশ্চয় যে উহাকে (গোনাহ্‌র কাজ হইতে) পবিত্র রাখিয়াছে সে সফলকাম হইয়াছে, আর যে উহাকে অপবিত্র করিয়াছে সে বিফলকাম হইয়াছে। (৮) রাসূলে

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ শোন! শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে,

صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ - وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ - اَلَا وَهِىَ

উহা ভাল হইলে সমস্ত শরীরই ভাল থাকে, আর উহা নষ্ট হইলে সমস্ত শরীরই

الْقَلْبُ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِوَابِصَةَ رض جِئْتَ تَسْأَلُ

নষ্ট হইয়া যায়। শোন! উহা হইল (মানুষের) অন্তঃকরণ। (৯) রাসূলে মাকবূল (দঃ) হযরত ওয়াবেছাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি নেকী ও গোনাহ্

عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ قَالَ نَعَمْ - قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهٗ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهٗ

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ? বলিলেন, জি, হাঁ। ঘটনা বর্ণনাকারী

وَقَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلٰثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَاَنَّتْ

বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় অঙ্গুলি যুক্ত করিয়া তাহার বক্ষে মারিয়া ফরমাইলেন ঃ তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। তিনবার

(৮) বোখারী, মোসলেম। (৯) আহমদ, তিরমিযী

اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَاَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ

এইরূপ বলিয়া ফরমাইলেন ঃ নেকী উহা-যাহাতে আত্মা প্রসন্ন থাকে এবং মনও

وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ - (١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ

প্রফুল্ল থাকে, আর গোনাহ্‌র কাজ উহা-যাহা অন্তরে ও মনে খট্‌কা সৃষ্টি করে যদিও লোকে তোমাকে ফতোয়া দেয়। (১০) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - (١١) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

প্রত্যেক কাজ নিয়ত অনুযায়ীই হয়। (১১) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ

وَالسَّلَامُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكٰوةِ

করেন ঃ মানুষ নামাযী হয়, রোযা রাখে, যাকাৎ দেয়, হজ্জ করে, ওমরাহ্ আদায়

وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتّٰى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلِّهَا وَمَا يُجْزٰى يَوْمَ

করে। এইভাবে তিনি সর্বপ্রকার নেকীর কথা উল্লেখ করিলেন। অবশেষে

الْقِيٰمَةِ اِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهٖ - (١٢) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَقُوْلُ

ফরমাইলেন ঃ কিন্তু ক্বিয়ামতদিবসে পুরস্কার দেওয়া হইবে শুধু তাহার জ্ঞানের পরিমাণ অনুযায়ী। (১২) হুযূর (দঃ) আরও এরশাদ করেন ঃ আসমানের

اَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ وَيَقُوْلُ اَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ -

ফেরেশ্‌তাগণ, যখন তাহাদের কাছে ধর্মপরায়ণ লোকের রূহ্ উপস্থিত করা হয় ? বলে, ইহা পবিত্র আত্মা, আর (যখন গোনাহ্‌গারের রূহ উপস্থিত করা হয়,

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَقُوْلُ مَلَكُ الْمَوْتِ اَيَّتُهَا (١٣)

তখন) বলে, ইহা খবীছ রূহ। (১৩) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও এরশাদ করেন ঃ (জান কবযের সময় মুসলমানের রূহ হইলে) মালাকুল মউত 'হে

(১০) বোখারী, মোসলেম (১১) বায়হাকী (১২) মোসলেম (১৩) আহমাদ

النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ وَيَقُوْلُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ - (١٤) اَعُوْذُ

শান্ত আত্মা!' বলিয়া সম্ভাষণ করে। আর (কাফেরের আত্মা হইলে) হে,

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٥) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ

খবীস আত্মা!' বলিয়া ডাকে। (১৪) আমি বিতাড়িত (মরদূদ) শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৫) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ নিশ্চয়,

لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ○

উহাতে অনেক উপদেশ আছে এরূপ ব্যক্তির জন্য যাহার অন্তঃকরণ আছে কিংবা যে কান পাতিয়া একাগ্রচিত্তে উহা শ্রবণ করে।

الخطبة العشرون فى القول الاجمالى فى تهذيب الاخلاق

খোৎবা—২০

চারিত্রিক সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ زَيَّنَ صُوْرَةَ الْاِنْسَانِ بِحُسْنِ تَقْوِيْمِهٖ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই যিনি মানবাকৃতিকে

وَتَقْدِيْرِهٖ - (٢) وَحَرَسَهٗ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِىْ شَكْلِهٖ

সুদৃঢ় ও সুসামঞ্জসভাবে রূপ দান করিয়াছেন। (২) আর যিনি উহার দেহের

وَمَقَادِيْرِهٖ - (٣) وَفَوَّضَ تَحْسِيْنَ الْاَخْلَاقِ اِلٰى اجْتِهَادِ الْعَبْدِ

গঠন ও পরিমাপে কম বেশী হইতে সংরক্ষণ করিয়াছেন। (৩) তিনি সচ্চরিত্র

وَتَشْمِيْرِهٖ - وَاسْتَحَثَّهٗ عَلٰى تَهْذِيْبِهَا بِتَخْوِيْفِهٖ وَتَحْذِيْرِهٖ -

গঠনের ব্যাপারে বান্দার চেষ্টা ও যত্নের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি ভয়

(৪) وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ

ভীতির দ্বারা তাহাকে সদাচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। (৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক,

سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (৫) الَّذِىْ كَانَ يَلُوْحُ اَنْوَارُ

তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা সাইয়্যেদেনা হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৫) যাঁহার

النُّبُوَّةِ مِنْ بَيْنِ اَسَارِيْرِهٖ - وَيُسْتَشْرَفُ حَقِيْقَةُ الْحَقِّ مِنْ

পেশানী হইতে নুবুওতের নূর চমকিত। তাঁহার প্রফুল্ল বদন ও সদাচার দ্বারা

سَخَايَاهُ وَتَبَاشِيْرِهٖ - (৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

সত্যের হকীকত প্রকাশ পাইত। (৬) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার

الَّذِيْنَ طَهَّرُوْا وَجْهَ الْاِسْلَامِ مِنْ ظُلْمَةِ الْكُفْرِ وَدَيَاجِيْرِهٖ -

পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। যাঁহারা কুফরের অন্ধকার ও মলিনতা হইতে ইসলাম ধর্মকে পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং অসত্যের

وَحَسَمُوْا مَادَّةَ الْبَاطِلِ فَلَمْ يَتَدَنَّسُوْا بِقَلِيْلِهٖ وَلَا بِكَثِيْرِهٖ -

মূল উৎপাটন করিয়াছেন, অথচ উহা দ্বারা তাঁহারা অল্প-বিস্তরও কলুষিত হন নাই।

(৭) اَمَّا بَعْدُ فَالْخُلُقُ الْحَسَنُ صِفَةُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاَفْضَلُ اَعْمَالِ

(৭) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) সুন্দর স্বভাব সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহম্মদ (দঃ)

الصِّدِّيْقِيْنَ - وَالْاَخْلَاقُ السَّيِّئَةُ هِىَ الْخَبَائِثُ الْمُبْعِدَةُ عَنْ

-এরই বিশিষ্ট গুণ ও ছিদ্দীক্বীনদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আর কুস্বভাব অতি অপবিত্র যাহা (মানুষকে) আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এবং

جِوَارِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَلْمُنْخَرِطَةُ بِصَاحِبِهَا فِىْ سِلْكِ الشَّيَاطِيْنِ -

(৮) كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ

শয়তানের জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে। (৮) যেমন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে পবিত্র করিয়াছে, সে সফলকাম হইয়াছে। আর যে উহাকে

دَسّٰهَا - (৯) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَثْقَلَ

কলুষিত করিয়াছে সে ব্যর্থকাম হইয়াছে। (৯) রাসূল (দঃ) এরশাদ করেন ঃ অতি

شَىْءٍ يُّوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَّاِنَّ اللّٰهَ

ভারী আ'মল যাহা ক্বিয়ামতের দিন মু'মিন বান্দার মীযানে রাখা হইবে, উহা হইবে

تَعَالٰى يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

তাহার সৎস্বভাব। নিশ্চয় আল্লাহ্ অনর্থক ও কুবাক্য ব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। (১০) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেন ঃ মু'মিন বান্দা তাহার সৎস্বভাবের দরুন

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ -

রাত্রিতে নফল এবাদৎকারী ও দিবাভাগে রোযাদার ব্যক্তির সমান মর্যাদা লাভ করে।

(১১) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلْمُسْلِمُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ

(১১) রাসূলে খোদা(দঃ)আরও এরশাদ করেন ঃ যে মুসলমান মানুষের সহিত মিলিয়া

وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى

মিশিয়া চলে এবং তাহাদের প্রদত্ত কষ্টে ছবর করে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ যে লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলে না এবং তাহাদের প্রদত্ত কষ্টে ছবর

اَذَاهُمْ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

করে না। (১২) হাবীবে খোদা (দঃ) আরও এরশাদ করেন ঃ পূর্ণ মু'মিন ঐ ব্যক্তি

(৯) তিরমিযী, (১০) আবুদাউদ (১১) তিরমিযী, ইবনে-মাজা (১২) আবুদাউদ, দারামী

اِيمَا نًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (١٣) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

যাহার চরিত্র সর্বাধিক সুন্দর। (১৩) বিতাড়িত (মরদুদ) শয়তান হইতে আল্লাহ্

(١٤) وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ

তাআ'লার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৪) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) তোমরা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার গোনাহ্র কাজ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয়, যাহারা

سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ٥

গোনাহ্র কাজ করে, তাহাদিগকে তাহাদের কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে।

الْخُطْبَةُ الْحَادِيَةُ وَّعِشْرُوْنَ فِىْ كَسْرِ الشَّهْوَتَيْنِ

(খোৎবা - ২১

দুইটি কু-প্রবৃত্তি দমন সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُتَكَفِّلِ بِحِفْظِ عَبْدِهٖ فِىْ جَمِيْعِ مَوَارِدِهٖ

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সর্বক্ষেত্রে ও সকল

وَمَجَارِيْهِ - (٢) فَهُوَ الَّذِىْ يُطْعِمُهٗ وَيَسْقِيْهِ - وَيَحْفَظُهٗ مِنَ الْهَلَاكِ

স্থানে বান্দাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। (২) তিনিই বান্দাকে খাদ্য ও পানীয় দান করেন এবং তাহাকে ধ্বংসের কবল হইতে হেফাযত ও

وَيَحْمِيْهِ - وَيَحْرُسُهٗ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَمَّا يُهْلِكُهٗ وَيُرْدِيْهِ -

সংরক্ষণ করেন। তিনি তাহাদিগকে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা ধ্বংস ও অনিষ্টকর বস্তুর

(٣) وَيُمَكِّنُهٗ مِنَ الْقَنَاعَةِ بِقَلِيْلِ الْقُوَّةِ فَيَكْسِرُ بِهٖ شَهْوَةَ النَّفْسِ

হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। (৩) এবং অল্প খাদ্যে তুষ্ট থাকার শক্তি দান করেন; যাহাতে সে তাহার শত্রু কাম-প্রবৃত্তিকে দমন রাখে এবং উহার

الَّتِىْ تُعَادِيْهِ - وَيَدْفَعُ شَرَّهَا ثُمَّ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَتَّقِيْهِ - (৪) وَنَشْهَدُ

অপকারিতা দূর করিতে পারে। সুতরাং খোদার এবাদৎ করিতে ও পরহেযগারী অবলম্বন করিতে সক্ষম হয়। (৪) আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا

ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহম্মদ (দঃ)

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ النَّبِيُّهٗ وَنَبِيُّهُ الْوَجِيْهُ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ

তাঁহারই বান্দা ও অভিজাত রাসূল এবং মর্যাদাসম্পন্ন নবী। (৫) আল্লাহ্

عَلَيْهِ وَعَلَى الْاَبْرَارِ مِنْ عِتْرَتِهٖ وَاَقْرَبِيْهِ - وَالْاَخْيَارِ مِنْ

তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পুণ্যশীল পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের উপর

صَحَابَتِهٖ وَتَابِعِيْهِ (৬) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اَخْوَفَ الشَّهَوَاتِ شَهْوَةُ

এবং শ্রেষ্ঠতম ছাহাবী ও তাবেয়ীদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) সর্বাধিক ভয়াবহ যে রিপু তাহা পেটের লোভ ও কাম

الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ فَاللّٰهَ اللّٰهَ اَنْ تَغْلُوَ فِيْهِمَا - (৭) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ

স্পৃহা—আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর ইহাদের প্রাবল্য হইতে। (৭) আল্লাহ্

تَعَالٰى كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ -

তা'আলা এরশাদ করেন ঃ তোমরা খাও এবং পান কর, কিন্তু এস্‌রাফ (অপব্যয়) করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অপব্যয়ীকে পছন্দ করেন না।

(৮) وَقَالَ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا

(৮) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ যাহারা জোরযুল্‌ম পূর্বক এতীমের মাল ভক্ষণ

يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا - (٩) وَقَالَ تَعَالٰى وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ

করে তাহারা বাস্তবপক্ষে আগুনই উদরস্থ করে। (৯) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

اَكْلًا لَّمًّا (١٠) وَقَالَ تَعَالٰى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً

তোমরা (কাফেরেরা) অন্যের মিরাছসমূহ আত্মসাৎ করিতেছ। (১০) আল্লাহ্ বলেন ঃ ব্যভিচারের নিকটেও যাইও না। কারণ, ইহা অত্যন্ত জঘন্য কাজ এবং

وَسَاءَ سَبِيْلًا - (١١) وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ

অতিশয় খারাব পথ। (১১) আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা কি পৃথিবীর মধ্যে পুরুষদের

الْعٰلَمِيْنَ - (١٢) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْتُ

সহবাসে যাও। (১২) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার পরে একমাত্র

بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ - (١٣) وَقَالَ عَلَيْهِ

নারী ব্যতীত সর্বাধিক অনিষ্টকর অন্য কোনও ফেৎনা আমি পুরুষদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি না। (১৩) একদা রাসূলে খোদা (দঃ) হযরত আলীকে বলিলেন ঃ হে

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِعَلِيٍّ يَا عَلِىُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ

আলী! পর নারীর প্রতি প্রথম বার দৃষ্টি নিপতিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বার আর দৃষ্টিপাত করিও না। প্রথম বারের দৃষ্টি (অনিচ্ছাহেতু) তোমার জন্য জায়েয এবং

الْاُوْلٰى وَلَيْسَ لَكَ الْاٰخِرَةُ - (١٤) وَسَمِعَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য নাজায়েয। (১৪) আর একদিন রাসূল (দঃ) এক

رَجُلًا يَتَجَشَّأُ فَقَالَ اَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ - فَاِنَّ اَطْوَلَ النَّاسِ جُوْعًا

ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনিয়া বলিলেন, তোমার ঢেকুর কম কর। (অর্থাৎ, কম পরিমাণে খাইও) যেহেতু কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত তাহারাই হইবে

(১২) বোখারী, মোসলেম (১৩) আহ্‌মদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, দারামী (১৪) শরহে সুন্নাহ

يوم القيمة اطولهم شبعا فى الدنيا - (١٥) واعلموا انه

যাহারা দুনিয়ায় অধিক তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। (১৫) জানিয়া রাখুন!

كما يذم الافراط فى هاتين الشهوتين حيث يختل به حقوق

উক্ত উভয়বিধ বাসনায় যিয়াদতী করার দরুন আল্লাহ্ পাকের হক আদায়ে অর্থাৎ

الله بالانهماك فيهما كذلك يذم التفريط فيهما بحيث يفوت

তাঁহার এবাদতে ত্রুটি হওয়া যেরূপ নিন্দনীয় তদ্রূপ উহাতে মাত্রাতিরিক্ত কম করার

به حق النفس او حق الاهل - (١٦) كما قال عليه الصلوة

দরুন নিজের হক্ক ও পরিবার পরিজনের হক্ক নষ্ট করাও নিন্দনীয়। (১৬) যেমন,

والسلام فان لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك

রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক্ক আছে এবং এক অভ্যাগতের হক্কও তোমার উপর আছে, আর তোমার নিজ দেহের

عليك حقا - (١٧) اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - (١٨) والله

হক্কও আছে। (১৭) বিতাড়িত ও মরদুদ শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের

يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات

তওবা কবূল করিতে চান, (কিন্তু) যাহারা প্রবৃত্তির দাস, তাহারা চায়

ان تميلوا ميلا عظيما ٥

তোমরাও যেন (তাহাদের ন্যায়) পুরাপুরিভাবে বাঁকা পথে চল।

(১৬) আইনে মোসলেম

اَلْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُوْنَ فِىْ حِفْظِ اللِّسَانِ

খোৎবা—২২

জিহ্বা সংযত রাখা সম্পর্কে

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْسَنَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ وَعَدَلَهٗ - وَاَفَاضَ

(১) সকল প্রকার তারীফ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি মানুষকে সর্বাধিক সুন্দররূপে সুসামঞ্জস্যের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি তাহার অন্তরে

عَلٰى قَلْبِهٖ خَزَائِنَ الْعُلُوْمِ فَاَكْمَلَهٗ - (২) ثُمَّ اَمَدَّهٗ بِلِسَانٍ يُتَرْجِمُ

এল্‌মের ভাণ্ডার প্রদান করিয়া তাহাকে পূর্ণত্ব দান করিয়াছেন। (২) অতঃপর

بِهٖ عَمَّا حَوَاهُ الْقَلْبُ وَعَقَلَهٗ - وَيَكْشِفُ عَنْهُ سِتْرَهُ الَّذِىْ اَرْسَلَهٗ -

তিনি তাহাকে এমন **একটি জবান** দিয়াছেন যদ্দারা তাহার অন্তরে ও জ্ঞানে নিহিত ভাব ব্যক্ত করিতে পারে এবং যে হেদায়ত নাযিল করিয়াছেন তাহা

(৩) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ

প্রকাশ করিতে পারে। (৩) আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (৪) الَّذِىْ اَكْرَمَهٗ وَبَجَّلَهٗ - وَنَبِيُّهُ الَّذِىْ

সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল। (৪) যাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলা অশেষ সম্মান ও মর্যাদা দান করিয়াছেন। তিনি আল্লাহ্ পাকের

اَرْسَلَهٗ بِكِتَابٍ اَنْزَلَهٗ - (৫) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

প্রেরিত নবী যাঁহাকে আল্লাহ্ পাক আসমানী কিতাব সহ প্রেরণ করিয়াছেন। (৫) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও তাঁহার ছাহাবীদের উপর

مَاكَبَّرَ اللّٰهَ عَبْدٌ وَهَلَّلَهُ - (৬) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللِّسَانَ جِرْمُهُ صَغِيْرٌ

রহমৎ বর্ষণ করুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কোনও বান্দা তকবীর তাহ্‌লীল বলিতে থাকে। (৬) অতঃপর (জানিয়া রাখুন) জিহ্বা একটি ক্ষুদ্র বস্তু কিন্তু তাহার

وَجُرْمُهُ كَبِيْرٌ - فَلِذٰلِكَ مَدَحَ الشَّرْعُ الصَّمْتَ وَحَثَّ عَلَيْهِ اِلَّا

অপরাধ অনেক বড়। এইজন্যই শরীঅতে নীরবতা অবলম্বনের প্রশংসা করিয়াছে

بِالْحَقِّ - (৭) فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ

এবং সত্যের প্রয়োজন ব্যতীত নীরব থাকিতে উৎসাহ দিয়াছে। (৭) রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে তাহার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী

لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ - (৮) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

(জিহ্বা) ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী (লজ্জা) স্থানের জামানত দিতে পারে, আমি তাহার জন্য বেহেশ্‌তের জামীন হইব। (৮) হুযুর (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

وَالسَّلَامُ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهُ كُفْرٌ - (৯) وَقَالَ عَلَيْهِ

কোনও মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী, আর তাহার সহিত লড়াই ঝগড়া করা কুফরী। (৯) তিনি আরও ফরমাইয়াছেন ঃ চোগলখোর কখনও বেহেশ্‌তে

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ - (১০) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

প্রবেশ করিবে না। (১০) তিনি ফরমাইয়াছেন ঃ সত্যবাদিতা নেকী। আর

وَالسَّلَامُ اِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَّاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ - وَاِنَّ

নেকী বেহেশ্‌তের পথপ্রদর্শক। পক্ষান্তরে মিথ্যা জঘন্য পাপ এবং পাপ দোযখের

الْكِذْبَ فُجُوْرٌ وَّاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ - (১১) وَقَالَ عَلَيْهِ

পথ প্রদর্শক। (১১) একদা রাসূলে খোদা (দঃ) ফরমাইলেন ঃ তোমরা কি জান

(৭) বোখারী (৮) বোখারী মোসলেম (৯) বোখারী মোসলেম
(১০) মোসলেম (১১) মোসলেম

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ -

গীবৎ কি জিনিস ? ছাহাবায়ে কেরাম আরয করিলেন : আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল

قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ - قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ

অধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি ফরমাইলেন : তোমার ভাইএর অসাক্ষাতে এমন কিছু বলা যাহা সে অপছন্দ করে। আরয করা হইল : আমার ভাই-এর মধ্যে

مَا اَقُوْلُ - قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ

যদি সেই দোষ থাকে যাহা আমি বলি। হুযুর (দঃ) ফরমাইলেন : তুমি যাহা বর্ণনা কর সত্যই যদি সেই দোষ তাহার মধ্যে থাকে, তবে উহাই গীবত

فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ - (১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ

হইবে। আর তাহার মধ্যে যদি সেই দোষ না থাকে, তবে তো তুমি তাহার অপবাদ করিলে। (১২) রাসূলে পাক (দঃ) ফরমাইয়াছেন : যে নীরব থাকে

صَمَتَ نَجَا - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ

সে নাজাত পায়। রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য

تَرْكُهٗ مَا لَا يَعْنِيْهِ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ كَانَ

হইল অযথা কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করা। (১৩) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন :

ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِسَانٌ مِّنْ نَّارٍ -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দুই মুখ বিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ, যার কাছে যায় তারই প্রশংসা গায়) কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তির জিহ্বা হইবে আগুনের।

(১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَّمْ يَمُتْ

(১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : যে-ব্যক্তি তাহার কোনও মুসলমান

(১২) আহমদ, তিরমিযী, দারামী, বায়হাকী,
(১৩) দারামী, (১৪) তিরমিযী।

حَتّٰى يَعْمَلَهٗ يَعْنِىْ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَّابَ مِنْهُ - (١٥) وَقَالَ عَلَيْهِ

ভাইকে তাহার তওবাকৃত অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া লজ্জা দিবে সে নিজে সেই পাপ না করা পর্যন্ত মরিবে না। (১৫) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ -

তোমার কোন মুসলমান ভাই-এর বিপদে আনন্দ প্রকাশ করিও না। কারণ আল্লাহ্ পাক হয়ত তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ করিতে পারেন আর তোমাকে

(١٦) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ

উহাতে নিপতিত করিতে পারেন। (১৬) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও বলেন ঃ যখন কোনও ফাসেকের প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত রাগান্বিত

تَعَالٰى وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ - (١٧) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

হন এবং তজ্জন্য আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়া উঠে। (১৭) বিতাড়িত শয়তান

الرَّجِيْمِ - (١٨) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ○

হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ) **মানুষ যে কথাই বলুক না কেন তাহার নিকট একজন দৃষ্টিপাতকারী প্রস্তুত থাকে।**

الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُوْنَ فِىْ ذَمِّ الْغَضَبِ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ

খোৎবা—২৩

ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষের নিন্দাবাদ সম্পর্কে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَا يَتَّكِلُ عَلٰى عَفْوِهٖ وَرَحْمَتِهٖ اِلَّا

(১) যাবতীয় তা'রীফ সেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যাঁহার ক্ষমা ও রহমতের

(১৫) তিরমিযী। (১৬) বায়হাকী।

الرَّاجُوْنَ - (২) وَلَا يَحْذَرُ سُوْءَ غَضَبِهٖ وَسَطْوَتِهٖ اِلَّا الْخَائِفُوْنَ -

প্রতি শুধু আশান্বিত ব্যক্তিগণই নির্ভর করিয়া থাকে। (২) এবং একমাত্র পরহেযগারগণই তাঁহার প্রতিপত্তি ও গযবের পরিণামের ভয় করিয়া থাকে

(৩) اَلَّذِىْ سَلَّطَ عَلٰى عِبَادِهِ الشَّهَوَاتِ وَاَمَرَهُمْ بِتَرْكِ

(৩) যিনি স্বীয় বান্দাদের উপর মানবীয় প্রবৃত্তিকে প্রভাবান্বিত করিয়া দিয়া (পুনঃ)

مَا يَشْتَهُوْنَ - (৪) وَابْتَلَاهُمْ بِالْغَضَبِ وَكَلَّفَهُمْ كَظْمَ الْغَيْظِ

তাহাদিগকে উহা বর্জন করিতে আদেশ করিয়াছেন। (৪) তিনি তাহাদিগকে ক্রোধ বিজড়িত করিয়া আবার তাহাদিগকে ক্রোধের সময় উহা দমন করিবার নিমিত্ত

فِيْمَا يَغْضَبُوْنَ - (৫) وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

আদেশ করিয়াছেন। (৫) আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক। তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ تَحْتَ لِوَائِهِ النَّبِيُّوْنَ -

দিতেছি—হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যাঁহার ঝাণ্ডা-তলে

(৬) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ صَلٰوةً يُّوَازِىْ

সকল নবী থাকিবেন। (৬) আল্লাহ্ তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের

عَدَدُهَا عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُوْنُ - وَيَحْظٰى بِبَرَكَتِهَا الْاَوَّلُوْنَ

উপর রহমত বর্ষণ করুন যাহা পূর্বাপর সকল সৃষ্টের সমপরিমাণ হয় এবং উহার বরকত পূর্ববর্তী ও পরবর্তিগণ সকলেই লাভ করিতে পারে। অশেষ অফুরন্ত

وَالْاٰخِرُوْنَ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৭) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْغَضَبَ

শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহাদের উপর। (৭) অতঃপর (জানিয়া রাখুনঃ) অহেতুক

بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَا يُنْتَجُ مِنْهُ مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ - مِمَّا يُهْلِكُ بِهِ

রাগ এবং উহার পরিণাম স্বরূপ যে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, উহা এমনই এক

مَنْ هَلَكَ وَيُفْسِدُ بِهِ مَنْ فَسَدَ - (٨) كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ

বস্তু যাহা মানুষের ধ্বংস ও অনিষ্ট সাধন করে। (৮) যেমন, আল্লাহ্ পাক উহার

ذَمِّهٖ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ

নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন ঃ যেহেতু কাফেরেরা তাহাদের অন্তরে জাহেলিয়াতের

الْجَاهِلِيَّةِ الْاٰيَةَ - (٩) وَقَالَ تَعَالٰى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

প্রতিহিংসা স্থান দিয়াছিল সেইজন্য তাহারা আযাবের উপযোগী হইয়াছিল। (৯) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ কোনও গোত্র বিশেষের শত্রুতা যেন

قَوْمٍ عَلٰى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا - (١٠) وَقَالَ تَعَالٰى وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

তোমাদিগকে বে-ইন্‌ছাফী করিতে উদ্বুদ্ধ না করে। (১০) আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ (হে রাসূল! আপনি বলুন,) আমি হিংসুকের হিংসার

اِذَا حَسَدَ - (١١) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অপকারিতা হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করিতেছি। (১১) রাসূলে করীম (দঃ)-

لِرَجُلٍ قَالَ لَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لَا تَغْضَبْ -

এর খেদমতে এক ব্যক্তি বলিল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি ফরমাইলেন ঃ

فَرَدَّ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ - (١٢) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

"রাগান্বিত হইও না।" ঐ ব্যক্তি কয়েকবার এইরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি প্রত্যেকবারই বলিলেন ঃ রাগান্বিত হইও না। (১২) রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ

(১১) বোখারী। (১২) আহমদ, তিরমিযী।

اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ - فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ

করেন : তোমাদের মধ্যে যখন কেহ রাগান্বিত হইয়া পড়ে, তখন যদি সে দণ্ডায়মান থাকে, তবে সে যেন বসিয়া পড়ে। যদি উহাতে তাহার রাগ

الْغَضَبُ وَاِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَلَا

প্রশমিত হয়, (তবে তো ভাল) নতুবা সে যেন শুইয়া পড়ে। (১৩) রাসূলে

تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا - (১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ دَبَّ

পাক (দঃ) এরশাদ করেন : তোমরা পরস্পর হিংসাপরায়ণ হইও না; (কিংবা) পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করিও না। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ)

اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ

এরশাদ করেন : পূর্ববর্তী উম্মতগণের ব্যাধি ক্রমান্বয়ে তোমাদের দিকেও ধাবিত

لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ - (১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ

হইতেছে, উহা হইল হিংসা ও বিদ্বেষ; উহা মুণ্ডনকারী। আমি বলি না যে, উহা কেশ মুণ্ডন করে; বরং উহা তোমাদের দ্বীনকে মুড়াইয়া দেয়। (১৫) রাসূলে

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ

খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : তোমরা হিংসা হইতে বাঁচিয়া থাকিও। কারণ

كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ - (১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

হিংসা নেকীকে এরূপ ধ্বংস করিয়া দেয় যেরূপ আগুন কাঠকে ভস্ম করিয়া দেয়। (১৬) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন : প্রত্যেক সোমবার ও

يُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ - فَيُغْفَرُ لِكُلِّ

বৃহস্পতিবার বেহেশ্‌তের দরওয়াজা খোলা হয়। ঐ দিন মুশরেক ব্যতীত আর

(১৩) বোখারী মোসলেম। (১৪) আহমদ, তিরমিযী। (১৫) আবুদাউদ।
(১৬) মোসলেম।

عَبْدٍ لَّا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اَخِيْهِ

অন্য সকলের গোনাহ্ মা'ফ করা হয়; কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে মা'ফ করা হয় না,

شَحْنَاءُ - فَيُقَالُ اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا - (١٧) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

যে তাহার ভাই-এর প্রতি হিংসা পোষণ করে। তখন (ফেরেশ্তাকে) বলা হয়; তোমরা উহাদিগকে সময় দাও, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পরস্পর আপোষ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (١٨) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

মীমাংসা করিয়া লয়। (১৭) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার পানাহ্ চাহিতেছি। (১৮) (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ ঐ সমস্ত

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ

পরহেযগারদের জন্য বেহেশ্ত নির্মিত হইয়াছে) যাহারা সুখে-দুঃখে (সর্বাবস্থায়) দান করে, আর যাহারা ক্রোধ হযম করে এবং মানুষকে (তাহার অপরাধ)

الْمُحْسِنِيْنَ ○

ক্ষমা করিয়া দেয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা নেককারদিগকে ভালবাসেন।

الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُوْنَ فِىْ ذَمِّ الدُّنْيَا

খোৎবা—২৪

দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَرَّفَ اَوْلِيَاءَهٗ غَوَائِلَ الدُّنْيَا وَاٰفَاتِهَا - (١)

(১) সকল প্রকার তা'রীফ আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য, যিনি তাঁহার আওলিয়াদিগকে দুনিয়ার বিপদ-আপদসমূহ সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন এবং

(১৬) মোসলেম।

وَكَشَفَ لَهُمْ عَنْ عُيُوْبِهَا وَعَوْرَاتِهَا - (২) فَعَلِمُوْا اَنَّهٗ يَزِيْدُ مُنْكَرُهَا

উহার অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটীসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। (২) সুতরাং তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে, উহার পাপের সংখ্যা

عَلٰى مَعْرُوْفِهَا - وَلَا يَفِىْ مَرْجُوُّهَا بِمَخُوْفِهَا - (৩) لَا يَخْلُوْ صَفْوُهَا

নেকীর তুলনায় বেশী। আর বিপদ-আপদের তুলনায় উহার আশা-আকাঙ্ক্ষা কমই পূর্ণ হয়।

عَنْ شَوَائِبِ الْكُدُوْرَاتِ - وَلَا يَنْفَكُّ سُرُوْرُهَا عَنِ الْمُنَغِّصَاتِ -

(৩) উহার বিশুদ্ধতা মলিনতা মিশ্রণ হইতে মুক্ত নহে। আর উহার খুশীও

(৪) تُمَنِّىْ اَصْحَابَهَا سُرُوْرًا - وَتَعِدُهُمْ غُرُوْرًا - (৫) وَاَشْهَدُ اَنْ

দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্ত নহে। (৪) সে দুনিয়াদারকে প্রফুল্লতার আশা দেয় এবং ধোকাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেয়। (৫) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মহান

لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - (৬) وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (৬) আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা ও সরদার হযরত মুহাম্মদ

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُرْسَلُ اِلَى الْعٰلَمِيْنَ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

(দঃ) তাঁহারই বান্দা ও রাসূল যিনি (মানুষকে বেহেশ্‌তের) সুসংবাদ ও (দোযখের)

وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا - (৭) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اَهْلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

ভয় প্রদর্শনের জন্য উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (৭) আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার উপর, তাঁহার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর

وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - (৮) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْاٰيَاتِ الْوَارِدَةَ فِىْ ذَمِّ

অজস্র ধারায় রহমত ও করুণা বর্ষণ করুন। (৮) অতঃপর (জানিয়া রাখুন,)

الدُّنْيَا وَاَمْثِلَتِهَا كَثِيْرَةٌ - (৯) وَاَكْثَرُ الْقُرْاٰنِ مُشْتَمِلٌ عَلٰى ذَمِّ

দুনিয়ার নিন্দাবাদ সম্পর্কে বহু আয়াত ও দৃষ্টান্ত নাযিল হইয়াছে। (৯) কোরআন শরীফের অধিকাংশ স্থানে দুনিয়ার নিন্দা ও উহা হইতে মানুষকে দূরে থাকার

الدُّنْيَا وَصَرْفِ الْخَلْقِ عَنْهَا وَدَعْوَتِهِمْ اِلَى الْاٰخِرَةِ - (১০) بَلْ هُوَ

নির্দেশ এবং আখেরাতের দিকে আহ্বান রহিয়াছে। (১০) বরং ইহাই ছিল

مَقْصُوْدُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَلَمْ يُبْعَثُوْا اِلَّا لِذٰلِكَ - فَالْاٰيَاتُ

আম্বিয়া (আঃ)দের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহারা একমাত্র এই উদ্দেশ্যে জগতে

فِيْهَا مَشْهُوْرَةٌ - وَجُمْلَةٌ مِّنَ السُّنَنِ هُنَالِكَ مَذْكُوْرَةٌ - (১১) فَقَدْ

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এসম্পর্কে কোরআন শরীফের আয়াতসমূহ প্রসিদ্ধ আছে। এখানে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে। (১১) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ

এরশাদ করেন ঃ খোদার কসম, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হইল

اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ -

এই যে, সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবাইয়া দেখ উহা কি পরিমাণ নিয়া ফিরিয়া আসে।

(১২) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ

(১২) রাসূলুল্লাহ্(দঃ) ফরমাইয়াছেন, দুনিয়া মু'মেনের জন্য জেলখানা, আর কাফেরের

الْكَافِرِ - (১৩) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا

জন্য বেহেশ্ত। (১৩) রাসূল (দঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যদি

تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَّا سَقٰى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةً -

দুনিয়া একটি মাছির ডানার তুল্য হইত তথাপি কোনও কাফেরকে উহা হইতে এক

(১১) মোসলেম। (১২) মোসলেম। (১৩) আহ্মদ, তিরমিযী, ইব্নে-মাজা।

(১৪) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ

ঢোকও পান করাইতেন না। (১৪) রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন ঃ যে-ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসিবে সে তাহার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। আর

وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى -

যে পরকালকে ভালবাসিবে সে তাহার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। সুতরাং তোমরা অস্থায়ী জগতের মোকাবেলায় স্থায়ী জগতকে অগ্রগণ্য করিয়া লইও।

(১৫) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا - وَمَا اَنَا

(১৫) রাসূলে করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ দুনিয়ার সহিত আমার কি সম্পর্ক ?

وَالدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا -

দুনিয়ার সহিত আমার সম্পর্ক শুধু এতটুকু, যেমন কোন আরোহী বৃক্ষের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, অতঃপর উহা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

(১৬) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ

(১৬) রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ দুনিয়ার প্রতি মহব্বত যাবতীয়

خَطِيْئَةٍ - (১৭) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ

গোনাহ্‌র মূল। (১৭) রাসূলে খোদা (দঃ) আরও বলেন ঃ তোমরা আখেরাতের

الْاٰخِرَةِ وَلَاتَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا - (১৮) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

সন্তান হও ; দুনিয়ার সন্তান হইও না। (১৮) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (১৯) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

তা'আলার পানাহ্‌ চাহিতেছি। (১৯) (আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ) বরং তোমরা দুনিয়ার

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

জিন্দেগীকে প্রাধান্য দিয়া থাক, অথচ আখেরাত অধিক শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।

(১৪) আহ্‌মদ, বায়হাকী। (১৫) আহ্‌মদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা।
(১৬) বায়হাকী। (১৭) আবু-নঈম।